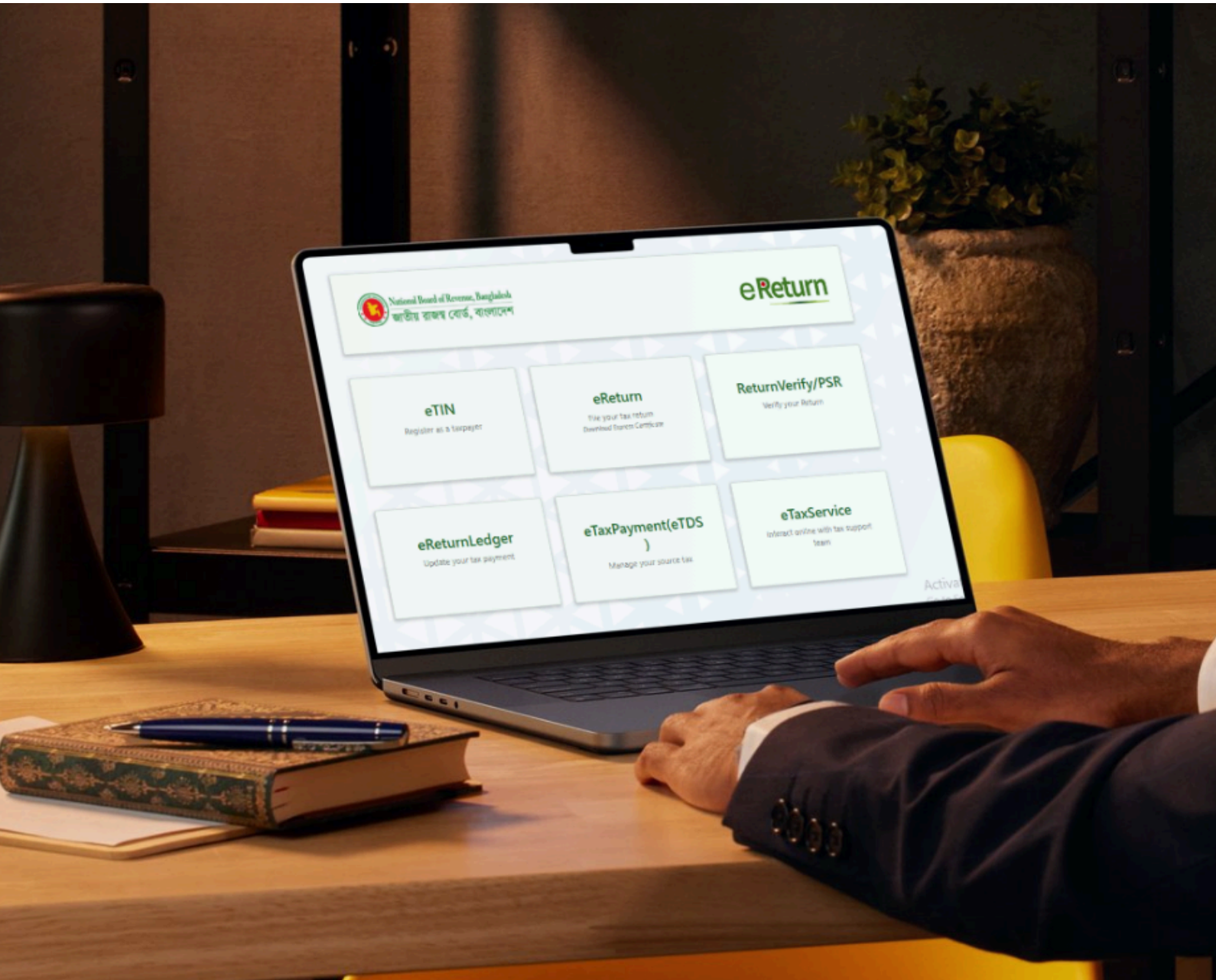


স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন ম্যানুয়াল

(আয়কর আইন ২০২৩ ও অর্থ আইন ২০২৬ এর আলোকে)



প্রকাশক : আইন সেবা

২৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ,
জহুরা নাভানা স্কয়ার, বাংলামোটর
ঢাকা -১২০৫

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০২৫

দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০২৬

সম্পাদনা : রহিমা হক

ব্যারিস্টার-এট- ল'

অ্যাডভোকেট , বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

ফারহান শাহরিয়ার

গবেষণা সহযোগী, আইন সেবা

আমাদের লক্ষ্য হলো করদাতাদের কর বিষয়ে সঠিক ধারণা প্রদান করে তাদের কর পরিচালনাকে স্বচ্ছ ও দক্ষ করে তোলা এবং কর ব্যবস্থার প্রতি তাদের বিশ্বাস ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। তাই আশা করি, এই বইটি পাঠকের জ্ঞানে ব্যাপক সমৃদ্ধি এবং কর ভুক্তির অভিজ্ঞতাকে সহজ করবে। মূলত আয়কর নির্দেশিকা, পরিপত্র ও আইন হতে তথ্যগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে এটি সাধারণ পাঠকের কাছে আরও সহজে বোধগম্য হয়। প্রতিটি অধ্যায়কে সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য লিংকযুক্ত করা হয়েছে।

আমরা আশা করি, এটি করদাতাদের কর এবং রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়াকে আরও সহজে বুঝতে এবং সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আয়কর ও কর সংক্রান্ত বিষয়াবলী সময়ের সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গতিশীল থাকে, যা ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও সাধারণ করদাতাদের জন্য যথাযথ হালনাগাদ ও সঠিক বোধগম্যের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। এই ম্যানুয়ালটি আধুনিক আয়কর আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর প্রতিটি দিককে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে করদাতা ও পেশাদাররা সহজেই আয়কর প্রক্রিয়া, করদায়িত্ব ও কর মওকুফ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝতে পারেন।

ম্যানুয়ালটিতে মূলত করদাতার পরিচিতি, করযোগ্য আয় ও করব্যবস্থার পরিধি, কর মওকুফ ও করদায়িত্বের নিয়মাবলী সূষ্ঠুভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন উদাহরণ ও বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে কর নির্ধারণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা কর সম্পর্কিত জটিলতা অনেকাংশে সহজ করবে। এই ম্যানুয়ালটি শিক্ষার্থী, কর পরামর্শদাতা, ব্যবসায়ী ও সরকারের কর অফিসারসহ সকলের জন্য একটি মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে।

এই ম্যানুয়ালটি প্রয়োজনে নিয়মিত হাল নাগাদ করা হবে এবং পাঠকদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে আরও সমৃদ্ধ করা হবে।

আমাদের আশা করছি, এই ম্যানুয়ালটি পাঠকের জন্য কর বিষয়ক বিভ্রান্তি দূর করবে ও তাদের কর বিষয়ক কাজকে সহজ ও কার্যকর করবে। লেখকের পক্ষ থেকে এই বইটি প্রণয়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে এই বই আরও উন্নয়নীয় এবং বিস্তৃত করার জন্য পাঠকদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ আগ্রহসহকারে গ্রহণ করা হবে।

এই ম্যানুয়ালটি শুধুমাত্র তথ্য এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে প্রণীত। এটি সরকারের প্রকাশিত আয়কর নির্দেশিকার একটি সরলীকৃত সংস্করণ। সুনির্দিষ্ট আইনি বা কর সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে যোগাযোগ করুন। NBR বা সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষের কোন ব্যাখ্যা, নির্দেশনা, প্রস্তাপন এর সাথে এই ম্যানুয়ালের কোন তথ্য সাংঘর্ষিক হলে ম্যানুয়ালের তথ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। তাছাড়া সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য যাচাই করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হলো।

১. প্রাথমিক তথ্য	6
১.১ করদাতা ধারা ২(২২)	6
১.২ যারা রিটার্ন দাখিল করবেন	6
১.২.১.করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে	6
১.২.২.যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে	7
রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা	7
১.৩. করবর্ষ ও আয়বর্ষ :	9
১.৪. রিটার্ন দাখিলের তারিখ :	9
১.৫. নিবাসী/অনিবাসী	11
১.৬. আয়ের খাত :	11
১.৭. সম্পূর্ণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের খাত:	12
২.করদায় পরিগণনা	12
২.১. কর পরিগণনা (ধারা ২৯)	12
২.২ কর প্রণোদনা	12
২.৩. করদাতার ন্যূনতম কর (অর্থ আইন ২০২৬ তফসিল-২)	13
২.৩.১. উদাহরণ-০১	14
২.৩.২. উদাহরণ-০২	16
২.৪. অগ্রীম কর	17
২.৫. চূড়ান্তকরদায়	19
২.৬. বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত	20
২.৭. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের খাত	20
৩.চাকরি হইতে আয় (ধারা- ৩২)	22
৩.১.১. বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি	22
৩.১.২. মূল বেতন	22
৩.১.৩. পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ ধারা -৩৩	23
৩.২. কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয় ধারা -৩৪	23
৩.৩. সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাতে আয় নিরূপণ	24
৩.৪.১. উদাহরণ- ৩ আয়কর নির্দেশিকা পৃষ্ঠা – ২৩, উদাহরণ -১	25
৩.৪.২. উদাহরণ- ৪	28
৩.৪.৩. উদাহরণ-৫	28
৪.ভাড়া হইতে আয়	29
মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা	30
৪.১. ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন আয়কর আইন ধারা ৩৮	30
৪.২. বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা আয়কর আইন ৩৯	32
৪.২.১. উদাহরণ ৬	33
৪.২.২. উদাহরণ ৭	34
৪.৫. রিটার্ন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ/ দলিল/প্রমাণ	35
৫.কৃষি খাতের আয়	35
৫.১.১. উদাহরণ-৯	35

৫.১.২. উদাহরণ—১০	36
৫.১.৩. উদাহরণ-১১	36
৫.২. কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ	37
৫.৩. হিসাববহি রক্ষণাবক্ষেণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা	38
৬. ব্যবসা হইতে আয়	38
৬.১. ব্যবসা	38
৬.২. ব্যবসা হইতে আয়	39
৬.৩. অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ	39
৬.৩.১. ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ	39
৬.৩.২. ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত ব্যয়	40
৬.৪. উদাহরণ ১২	40
৬.৫. প্রারম্ভিক মূলধন	41
উদাহরণ:	41
৬.৫. উদাহরণ ১৩	42
৬.৬. বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা (ধারা ৫৬)	43
৬.৬.১. উদাহরণ ১৪	45
৬.৭. ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ	46
৬.৮.১. উদাহরণ ১৫	46
৬.৮.২. উদাহরণ ১৪	47
৬.৯. মোট আয় নিরূপণ ও কর পরিগণনা	49
৬.৯.১. উদাহরণ ১৭ সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় এবং কর পরিগণনা	49
৬.৯.২. উদাহরণ ১৮ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত করদাতার আয় এবং কর পরিগণনা	51
৭. মূলধনি আয়	53
৭.১. মূলধনি পরিসম্পদ	53
৭.২. পরিসম্পদের অর্জন মূল্য" বলতে-	54
৭.৩. মূলধনি আয় -ধারা ৫৮	54
৭.৪. মূলধনী লাভ খাতে আয় পরিগণনা	55
৭.৪.১. উদাহরণ-১৯	55
৭.৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার	58
৭.৭. সপ্তম তফসিল	59
৮. আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়	61
"সিকিউরিটিজ" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-	61
৯. অন্যান্য উৎস হইতে আয়	63
উদাহরণ – ২০	63
১০. স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ	65
১০.২. স্বাভাবিক ব্যক্তির পরিবেশ সারচার্জের হার	69
১০.৩. পরিবেশ সারচার্জ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর (পরিপত্র ২০২৪-২০২৫)	70
প্রশ্ন-১:	70
প্রশ্ন-২:	70
প্রশ্ন-৩: পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে টিআইএন (Taxpayer's Identification Number) বা	70

পিএসআর (PSR or Proof of Submission of Return) এর প্রয়োজ্যতা রয়েছে কিনা?	70
প্রশ্ন-৪: পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সারচার্জ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কোনো প্রকারের দায় সৃষ্টি হবে কিনা?	71
১০.৪. উদাহরণ ২২: মোটরযানের অগ্রিম কর ও পরিবেশ সারচার্জ	71
১১. রিটার্ন দাখিল	72
১১.১. রিটার্ন কারা দাখিল করবেন	72
১১.২. রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি	72
১১.৭.২. আনুতোষিক তহবিল-	72
পরিশিষ্ট	74
প্রথম তফসিল	74
আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন	74
ষষ্ঠ তফসিল	75
কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮]	75
অংশ ১	75
মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ	75
অংশ ৩	83
সপ্তম তফসিল	85
বিশেষ করহার	85

১. প্রাথমিক তথ্য

১.১ করদাতা-ধারা ২(২২)

“করদাতা” অর্থ কররোপযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তি এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:

- (ক) এই আইনের অধীন কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- (খ) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি-
 - (অ) যাহার আয়, অথবা যাহার আয়ের সহিত অন্য কোনো ব্যক্তির আয় নির্ধারণযোগ্য; অথবা
 - (আ) যাহার বা অপর ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনা নির্ধারণের জন্য এই আইনের অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;
- (গ) যাহাকে ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) কোনো রিটার্ন, দলিল বা বিবরণী দাখিলে বা তথ্য প্রদানে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- (ঙ) কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং রিটার্ন দাখিলকারী কোনো ব্যক্তি;
- (চ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন করদাতা বা খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য কোনো ব্যক্তি;
- (ছ) যাহার ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছে;

১.২ যারা রিটার্ন দাখিল করবেন

কারা রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:-

- ক. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং
- খ. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

১.২.১. করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

- ১. কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার (individual) আয় যদি বছরে ৪,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;
- ২. মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৪,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;
- ৩. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয় যদি বছরে ৫,২৫,০০০ টাকার বেশি হয়;
- ৪. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং জুলাই গনঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৫,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়।
- ৫. কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা অধিক হইবে, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

১.২.২.যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা

২৬৪। (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে একজন ব্যক্তিকে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে।

(২) “রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ” বলিতে বুঝাইবে-

(ক) রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়ন বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র;

(খ) করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড সার্টিফিকেট; বা

(গ) করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত উপকর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন।

[(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে “রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ” দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

১। ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;

২। কোনো নিবাসী করদাতা কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হইতে হইলে;

৩। আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ গ্রহণ অথবা নবায়ন করিতে;

৪। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করিতে;

৫। সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার লাইসেন্স নবায়ন করিতে;

৬। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করিতে;

৭। চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি, আইনজীবী ও কর আইনজীবী, একচুয়ারি, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ নবায়ন করিতে;

৮। Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি অথবা নবায়ন করিতে;

৯। ট্রেডবডি বা কোনো বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তি অথবা নবায়ন করিতে;

১০। স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেতর বা দলিল লেখক হিসাবে লাইসেন্স নবায়নে;

১১। ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স, কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্স ও বায়িং হাউজ নিবন্ধন গ্রহণ ও নবায়নে;

১২। যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;

১৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তিতে;

১৪। সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তিতে;

১৫। লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার, ডাম্প-বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়াই চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট গ্রহণ ও নবায়নে;

১৬। পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ইট উৎপাদনের অনুমতি গ্রহণ ও নবায়নে;

১৭। সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;

১৮। কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ গ্রহণ ও নবায়নে;

- ১৯। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স গ্রহণে ও নবায়নে;
- ২০। আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;
- ২১। ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখিতে;
- ২২। ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;
- ২৩। পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;
- ২৪। ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
- ২৫। দশম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার গণকর্মচারীর বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
- ২৬। স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;
- ২৭। কোনো নিবাসী করদাতা কর্তৃক অ্যাডভাইজরি বা কনসালটেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সেবা সরবরাহ বাবদ কোনো কোম্পানি হইতে অর্থ প্রাপ্তিতে;
- ২৮। বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট গ্রহণ ও নবায়নে;
- ২৯। ট্রি-চক্র মোটরযান, ১৫০ সিসি বা তারচেয়ে বেশি মোটরসাইকেলের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;
- ৩০। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করিতে;
- ৩১। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিয়া ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটির কাছ থেকে লাইসেন্স নবায়নে;
- ৩২। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act. 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়নে;
- ৩৩। কোনো নিবাসী করদাতা কর্তৃক পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে টেন্ডার ডকুমেন্টস দাখিলকালে;
- ৩৪। পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;
- ৩৫। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;
- ৩৬। এই আইনের ধারা ১৪০ এ সংজ্ঞায়িত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ প্রদানকালে;
- ৩৭। এই আইনের ধারা ১৪০ এ সংজ্ঞায়িত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে;
- ৩৮। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নে;
- ৩৯। সামাজিক অনুষ্ঠান, কর্পোরেট প্রোগ্রাম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণসহ সমজাতীয় যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে ভাড়া বা অন্য যেকোনো সেবা গ্রহণকালে;

১.৩. করবর্ষ ও আয়বর্ষ :

- ✓ “করবর্ষ”^১ অর্থ প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া ১২ (বারো) মাস মেয়াদ এবং এই আইনের বিধানাবলির অধীন করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে
- ✓ আয়বর্ষ : “আয়বর্ষ” অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবৎসর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে^২-
 - (ক) কোনো ব্যবসা প্রথম শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;
 - (খ) নূতনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটিলে যে তারিখ হইতে তাহা শুরু হইয়াছে সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;
 - (গ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া কোনো ব্যবসা সমাপ্তির তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, অনিগমিত কোনো সংস্থার বিলুপ্তি বা কোনো কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত সময়;
 - (ঘ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সময়;
 - (ঙ) অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখ হইতে উক্ত অনিগমিত সংস্থার অপর কোনো অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ;

১.৪. রিটার্ন দাখিলের তারিখ :

১৭০। রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা।

(১) স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার করদাতা নিম্নবর্ণিত সারণির শর্তানুযায়ী আয়বর্ষ সমাপ্তি পরবর্তী সংশ্লিষ্ট করবর্ষের সময়ব্যাপী ধারা ১৭০ক-তে কর নির্ধারণের জন্য নিম্ন^৩বর্ণিতভাবে রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবে, যথা:-

ক্রমিক	রিটার্ন দাখিলের সময়	কর প্রণোদনা বা অতিরিক্ত কর
১	১ জুলাই হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	দ্রুত রিটার্ন দাখিলের জন্য করদাতা ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ হাজার) টাকা যাহা কম সেই পরিমাণ কর প্রণোদনা পাইবেন।
২	১ অক্টোবর হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত	প্রণোদনা অথবা অতিরিক্ত কর কোনোটিই প্রযোজ্য নহে।

1

2

3

৩	১ জানুয়ারী হইতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত	বিলম্বে রিটার্ন দাখিলের জন্য ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ২% (দুই শতাংশ) অথবা ৩ (তিন হাজার) টাকা, যাহা অধিক সেই পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে।
৪	১ এপ্রিল হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত	বিলম্বে রিটার্ন দাখিলের জন্য ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা ৫ (পাঁচ হাজার) টাকা, যাহা অধিক সেই পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে।

(খ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা সংশ্লিষ্ট কর বর্ষের জন্য প্রযোজ্য হারে আয়কর পরিশোধ করিয়া আয়বর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন;

(গ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তাহার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) তম দিনের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিবেন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-

(অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়নে নিযুক্ত হইয়া বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা

(আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন।

১.৫. করবর্ষের পরবর্তী সময়ে স্বপ্রণোদিতভাবে অথবা নোটিশের প্রেক্ষিতে রিটার্ন:

করবর্ষের পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিল করা যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে। করবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ না হলে, করদাতা নিজে থেকে যে রিটার্ন দাখিল করবেন তা স্বপ্রণোদিত বিলম্ব রিটার্ন হিসেবে গণ্য হবে। স্বপ্রণোদিত বিলম্ব রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে, ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধের পাশাপাশি অতিরিক্ত কর হিসেবে ধারা

১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, যা অধিক সে পরিমাণ অতিরিক্ত কর পরিশোধ করতে হবে।

তবে করবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর রিটার্ন দাখিল না করার প্রেক্ষিতে, উপকর কমিশনার কর্তৃক ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (১) এর নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য করের ১৫% (পনেরো শতাংশ) অথবা ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা, যা অধিক সে পরিমাণ অতিরিক্ত কর পরিশোধ করতে হবে।

১.৬ নিবাসী/অনিবাসী

“নিবাসী” অর্থ কোনো আয়বর্ষে-

(ক) এইরূপ [কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি] যিনি নিম্নবর্ণিত সময়ব্যাপী বাংলাদেশে অবস্থান করিয়াছেন-

(অ) ধারাবাহিকভাবে অথবা উক্ত বর্ষে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম ১৮৩ (একশত তিরিশি) বা ততোধিক দিন; বা

(আ) উক্ত বর্ষে ধারাবাহিকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সর্বমোট ৯০ (নব্বই) দিন বা ততোধিক দিন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মোট ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) অথবা ততোধিক দিন;

(খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;

(গ) কোনো বাংলাদেশি কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানি যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হইতে সংঘটিত হইয়াছে; এবং

(ঘ) কোনো ট্রাস্ট, তহবিল, সত্ত্বা বা আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা যাহাদের সৃষ্টি বাংলাদেশে বল

১.৭. সংশোধিত রিটার্ন দাখিল

স্বনির্ধারণী রিটার্ন দাখিলের পর যদি করদাতার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তার প্রদেয় কর সঠিকভাবে পরিগণিত হয়নি বা সঠিক অঙ্কে পরিশোধিত হয়নি বা রিটার্নে কোনো তথ্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি, তাহলে তিনি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন, যথা:

(ক) প্রদর্শিত আয়; বা

(খ) দাবিকৃত কর অব্যাহতি বা ক্রেডিট; বা

(গ) অডিট কার্যক্রম চলাকালে যেক্ষেত্রে অডিট প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় যে, করদাতার আয়, ব্যয় ও পরিসম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদি যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয় নাই সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে; বা

(ঘ) ধারা ১৮৩ অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর্তৃক শুনানীর নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে; বা

(ঙ) কর বা অন্য কোনো অঙ্কের পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ধারা ২১২ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের।

নোটিশ প্রদান করলে; বা

(চ) সেট-এসাইড আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রয়োজন হয়।

এক্ষেত্রে, করদাতা একটি লিখিত বিবৃতিতে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। তবে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না, যথা:-

(ক) ধারা ১৮০ এর উপধারা ২ এর অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে মূল রিটার্ন দাখিল করার

তারিখ হতে ১৮০ (একশত আশি) দিন শেষ হওয়ার পর;

(খ) সংশোধিত রিটার্ন প্রথমবার দাখিলের পর; বা

(গ) মূল রিটার্নটি ধারা ১৮২ এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর।

সংশোধিত রিটার্ন দাখিল অথবা দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন আমলে নেওয়ার শর্তাবলি-

করবর্ষের মধ্যে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে।

সংশোধিত রিটার্নে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের দাখিলকৃত মূল রিটার্নের করদায় হ্রাস করা যাবে না।

সংশোধিত রিটার্নে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের জন্য দাখিলকৃত মূল রিটার্নের আয়-সম্পদ-দায়-ব্যয় দালিলিক প্রমাণ ব্যতীত পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা যাবে না।

মূল রিটার্নের কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আয় সংশোধিত রিটার্নে বৃদ্ধি করলে উক্ত বর্ধিত অঙ্ক 'অন্যান্য উৎসের আয়' হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি পেনশন তহবিল হতে গৃহীত পেনশন, সরকারি আনুতোষিক তহবিল হতে গৃহীত অনধিক ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ভবিষ্য তহবিল হতে উদ্ধৃত আয়, স্বৈচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় গৃহীত অর্থ, আইনানুগ বিদেশে উপার্জিত ফরেন রেমিট্যান্স, রিটার্ন হতে রিটার্নে প্রদর্শিত স্বামী-স্ত্রী, আপন ভাই বা বোন, মাতা -পিতা বা সন্তানের নিকট হতে গৃহীত দান এবং চাকরি হতে আয় পরিগণনায় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

১.৮ আয়ের খাত

একজন করদাতার সকল প্রকার আয়কে নিম্নবর্ণিত সাতটি খাতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা:-

(ক) চাকরি হইতে আয়;

(খ) ভাড়া হইতে আয়;

(গ) কৃষি হইতে আয়;

(ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;

- (ঙ) মূলধনি আয়;
- (চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়; এবং
- (ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

১.৯. সম্পূর্ণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের খাত:

আয়কর আইন ও ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর আলোকে সম্পূর্ণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের খাত নিচে দেওয়া হলো:

১. রেমিট্যান্স
২. সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা থেকে আয়
৩. হস্তশিল্প রপ্তানি থেকে আয়
৪. করমুক্ত বন্ড বা সিকিউরিটিজ থেকে আয়
৫. সরকার/মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্ত কল্যাণ ভাতা
৬. সরকার থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার
৭. বৃদ্ধাশ্রম থেকে আয়
৮. নির্ধারিত পুরস্কার থেকে আয়
৯. পেনশন থেকে আয়
১০. সর্বজনীন পেনশন স্কিম থেকে আয়
১১. ষষ্ঠ তফসিল, প্রথম খণ্ডের অধীনে অন্যান্য কর অব্যাহতি
১২. এসআরও (SRO) দ্বারা প্রদত্ত অব্যাহতি

২. করদায় পরিগণনা

মোট আয় ও কর নির্ধারণের ধাপগুলো কী কী?

২.১. কর পরিগণনা (ধারা ২৯)

সকল খাতের আয় যোগ করিয়া মোট আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

২.২ কর প্রণোদনা ও অতিরিক্ত কর

- ❖ কর প্রণোদনা : ১ জুলাই হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দ্রুত রিটার্ন দাখিলের জন্য করদাতা ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা যাহা কম সেই পরিমাণ কর প্রণোদনা পাইবেন।

- ❖ অতিরিক্ত কর : ১ জানুয়ারী হইতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিলম্বে রিটার্ন দাখিলের জন্য ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ২% (দুই শতাংশ) অথবা ৩ (তিন হাজার) টাকা, যাহা অধিক সেই পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে।
- ❖ অতিরিক্ত কর : ১ এপ্রিল হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত বিলম্বে রিটার্ন দাখিলের জন্য ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা ৫ (পাঁচ হাজার) টাকা, যাহা অধিক সেই পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ১৭৩। (২) পরিশোধযোগ্য কর ক-থ নিয়মে পরিগণনা করিতে হইবে, যেখানে-
 ক = রিটার্নের ভিত্তিতে বা ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা এর বিধানাবলি অনুসারে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় কর, যাহা অধিক হয়;
 খ = অংশ ৭ এর বিধানাবলি অনুসারে উৎসে পরিশোধিত কর বা অগ্রিম কর।

২.২.১. উদাহরণ-০১

ধরা যাক, মি. অনিক চৌধুরী একজন সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী। তাঁর বেতন খাত, গৃহ সম্পত্তি ও সঞ্চয়পত্রের মুনাফা খাতে আয় রয়েছে।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	আয়ের খাতসমূহ	পরিমাণ (ট)
১.	বেতন খাতে আয়	৭,১৮,২০০
২.	গৃহসম্পত্তি হতে আয়	১,২০,০০০
৩.	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা খাতে আয়	৫০,০০০
	মোট আয়	৮,৮৮,২০০

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে উক্ত বিনিয়োগের খাতের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (ট)
১.	ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	৯৬,০০০
২.	কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা এবং গোষ্ঠী বিমা স্কীমের কিস্তি	৩,০০০
৩.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
৪.	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	১২,০০০

৫. স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ

৫,০০০

মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি

২,১৬,০০০

২০২৬-২০২৭করবর্ষে উক্ত করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করের পরিমাণ (ট)
নিয়মিত উৎসের আয় ৮,৮৮,২০০ টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০
পরবর্তী ১,৮৮,২০০ টাকার উপর ১৫%	২৮,২৩০
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	৫৮,২৩০

মি. চৌধুরীর তথ্য অনুযায়ী কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:

(ক)	৮,৮৮,২০০ টাকা × ০.০৩	২৬৬৪৬	
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ২,১৬,০০০ টাকা × ০.১০	২১,৬০০	
(গ)	৭,৫০,০০০		
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম।		২১,৬০০

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২১,৬০০ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ

$$(৫৮২৩০ - ২১,৬০০) = ৩৬৬৩০$$

বাদ: উৎসে কর্তৃত কর

$$= ৫,০০০$$

অবশিষ্ট প্রদেয় করের পরিমাণ = ৩১,৬৩০

প্রণোদনা : করদাতা যদি ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আয়কর রিটার্ন জমা দেন তবে ই-রিটার্ন জমার সময় তিনি ৩১,৬৩০ টাকার ৫% প্রণোদনা পাবেন এবং ১৫৮১ টাকা ছাড় পাবেন।

২.২.২. উদাহরণ-০২, আয়কর নির্দেশিকা পৃষ্ঠা ৬২

মি চৌধুরী যদি ১ জানুয়ারী হইতে ৩১ মার্চ এর মধ্যে যদি রিটার্ন দাখিল করেন তবে ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ২% (দুই শতাংশ) অথবা ৩ (তিন হাজার) টাকা, যাহা অধিক সেই পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে।

মি. চৌধুরীর প্রদেয় করের পরিমাণ = ৩১,৬০০

ক	১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য কর ৩১৬৩০*.২%	৬৩৩ টাকা
খ	৩০০০ টাকা	
	ক ও খ এর মধ্যে যেটা অধিক সেটি প্রযোজ্য হবে।	

উক্ত সময়ের মধ্য রিটার্ন দাখিলের সময় পরিশোধযোগ্য কর = ৩১৬৩০+৩০০০=৩৪৬৩০ টাকা

মি চৌধুরী যদি ১ এপ্রিল হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত বিলম্বে রিটার্ন দাখিলের জন্য ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা ৫ (পাঁচ হাজার) টাকা, যাহা অধিক সেই পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে।

মি. চৌধুরীর প্রদেয় করের পরিমাণ = ৩১,৬৩০

ক	১৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য কর ৩১৬৩০*.৫%	১৫৮১ টাকা
খ	৫০০০ টাকা	
	ক ও খ এর মধ্যে যেটা অধিক সেটি প্রযোজ্য হবে।	

উক্ত সময়ের মধ্য রিটার্ন দাখিলের সময় পরিশোধযোগ্য কর = ৩১৬৩০+৫০০০=৩৬৬৩০ টাকা

২.৩. করদাতার ন্যূনতম কর (অর্থ আইন ২০২৬ তফসিল-২)

করদাতা বাংলাদেশের যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, অবস্থানের ভিত্তিতে তার প্রদেয় করের কোনো তারতম্য হবে না।

করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ৫,০০০ টাকার কম হলে, অথবা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ৫,০০০ টাকার কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে ৫,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে। তবে উক্ত ক্ষেত্রসমূহে করদাতা নতুন হলে তাকে ১,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের উপর প্রদেয় কর টার্নওভার কর অপেক্ষা কম হলে মুনাফা বা লোকসান নির্বিশেষে ব্যবসা বা পেশার গ্রস প্রাপ্তির উপর টার্নওভার কর প্রযোজ্য হবে।

কমিশন ব্যবসা, ডিও ব্যবসা, মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসা এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে টার্নওভার কর প্রযোজ্য হবে না।

কোনো করবর্ষে প্রদেয় করের তুলনায় টার্নওভার কর অধিক হওয়ার ফলে, যে পরিমাণ অধিক কর প্রদান করা হয়েছে, সেই পরিমাণ অধিক কর পরবর্তী করবর্ষসরে জের টানা যাবে এবং প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করা যাবে।

যেক্ষেত্রে করদাতার এরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেইক্ষেত্রে কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত উৎস হতে অর্জিত প্রাপ্তির জন্য, অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আনুপাতিক হারে টার্নওভার করহার হ্রাস করে হিসাব করতে হবে।

২.৪. অগ্রিম কর

ধারা ১৫৩ (১) প্রত্যেক মোটরযানের মালিকের উক্ত মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আয় রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং তিনি নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করিবেন।

	গাড়ির ধরণ ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি	অগ্রিম কর (টাকা)
	১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)
২।	১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে, তবে ২,০০০ (দুই হাজার) সিসির উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)

৩।	২,০০০ (দুই হাজার) সিসির উর্ধ্বে, তবে ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার)
৪।	২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে, তবে ৩০০০ (তিন হাজার) সিসির উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)
৫।	৩,০০০ (তিন হাজার) সিসির উর্ধ্বে, তবে ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)
৬।	৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে তবে ৪,৫০০ (চার হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৪,০০,০০০ (চার লক্ষ)
৭।	৪,৫০০ (চার হাজার পাঁচশত) সিসির উর্ধ্বে প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)
৮।	মাইক্রোবাস ও ডাবল কেবিন পিকআপ প্রতিটির জন্য	৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)

সারণি-২

নং	গাড়ির ধরণ ও মোটর ক্যাপাসিটি	অগ্রিম কর (টাকা)
১।	২০০ (দুইশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২৫,০০০
২।	২০০ (দুইশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ৩০০ (তিনশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৫০,০০০
৩।	৩০০ (তিনশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে, তবে ৪০০ (চারশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে নহে এইরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৭৫,০০০
৪।	৪০০ (চারশত) কিলোওয়াটের উর্ধ্বে প্রতিটি মোটরযানের জন্য	১,০০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি নিজ নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে একাধিক মোটরযানের মালিক হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে একের অধিক প্রতিটি মোটরযানের জন্য ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা কোনো বৎসরের ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধিত কর অগ্রিম কর হিসাবে বিবেচিত হইবে।

[(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:-

(ক) সরকার;

(খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;

(গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;

(ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং ইহার সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;

(ঙ) ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ;

(চ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা;

(ছ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।]

ধারা ১৫৪। (১) এই অংশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়বর্ষে তাহার মোট আয় ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে উক্ত করদাতা কর্তৃক প্রতি চলমান অর্থবৎসরে আয়ের উপর অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে তাহা “অগ্রিম কর” হিসাবে উল্লিখিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি-

(ক) করদাতা কেবল জমি চাষাবাদ হইতে অনধিক ৮ (আট) লক্ষ টাকা উপার্জন করেন;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মোট আয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত আয় অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, যথা:-

(অ) “মূলধনি আয়”; বা

(আ) “এককালীন আয়” প্রকৃতির কোনো আয় যাহা এই অংশের অধীন যে চলমান অর্থবর্ষে অগ্রিম কর পরিশোধ্য, উক্ত অর্থবর্ষে উপার্জনের প্রত্যাশা করা যায় না।

অগ্রিম কর হলো চলতি আয়বর্ষের সম্ভাব্য করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে আগাম পরিশোধযোগ্য কর। কোনো ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়বর্ষে মোট আয় ১০ লক্ষ (মূলধনী আয় এবং এককালীন আয় ব্যতীত) টাকার অধিক হলে উক্ত করদাতা কর্তৃক প্রতি চলমান অর্থবছরে আয়ের উপর অগ্রিম কর পরিশোধ করতে হবে।

কোনো চলমান আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য অগ্রিম কর হবে ক-খ এর সমপরিমাণ, যেখানে-

ক= সর্বশেষ আয়বর্ষে নির্ধারিত করদাতার মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর যা উক্ত অর্থবছরে প্রযোজ্য হারে পরিগণনাকৃত

খ= উৎসে কর্তনকৃত, সংগ্রহকৃত বা পরিশোধকৃত অগ্রিম কর।

অগ্রিম কর হিসেবে পরিশোধযোগ্য কর নিম্নবর্ণিতভাবে ৪ টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

অর্থের বছরের তারিখ	পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ
১৫ সেপ্টেম্বর	২৫%
১৫ ডিসেম্বর	২৫%

১৫ মার্চ	২৫%
১৫ জুন	২৫%

উদাহরণ: আয়কর নির্দেশিকা উদাহরণ-২৭

জনাব মাহমুদুল হকের ২০২৫-২৬ আয়বর্ষে বিভিন্ন খাতে মোট আয় ছিলো ১৬,০০,০০০ টাকা এবং ২০২৬-২৭ করবর্ষে পরিশোধিত করের পরিমাণ ছিলো ১,৯০,০০০ টাকা। তিনি মোট ৩৫,০০০ টাকা উৎসে কর প্রদান করেন। এক্ষেত্রে ২০২৭-২৮ করবর্ষের জন্য তার পরিশোধযোগ্য অগ্রিম করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ-

২০২৫-২৬ আয়বর্ষে নির্ধারিত করদাতার মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর যা উক্ত অর্থবছরে প্রযোজ্য হারে পরিগণনাকৃত উৎসে কর্তনকৃত, সংগ্রহকৃত বা পরিশোধকৃত অগ্রিম কর = (১,৯০,০০০-৩৫,০০০) টাকা = ১,৫৫,০০০ টাকা।

উক্ত ১,৫৫,০০০ টাকা জনাব মাহমুদুল হক সমান চার কিস্তিতে অগ্রিম কর হিসেবে নিম্নরূপে পরিশোধ করবেন-

অর্থের বছরের তারিখ	পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ
১৫ সেপ্টেম্বর	৩৮,৭৫০
১৫ ডিসেম্বর	৩৮,৭৫০
১৫ মার্চ	৩৮,৭৫০
১৫ জুন	৩৮,৭৫০

জনাব মাহমুদুল হক ২০২৭-২৮ করবর্ষে রিটার্ন দাখিলের সময় উপর্যুক্ত অগ্রিম পরিশোধিত কর তার প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করতে পারবেন।

২.৫. চূড়ান্তকরদায়/ বিশেষ করহার

যে আয়ের ক্ষেত্রে উপর কর পরিশোধ করলে ঐ আয়ের ওপর করদাতার আর কোনো অতিরিক্ত করদায় থাকে না সেটাই হলো চূড়ান্তকরদায়। অর্থাৎ, এই আয়ের ওপর কর পরিশোধ করার পর সংশ্লিষ্ট আয়টি আর করদাতার মোট আয়ের সাথে কর পরিগণনার জন্য যোগ করা হয় না।

বর্তমানে সপ্তম তফসিলে কিছু “মূলধনী আয় ও লভ্যাংশের আয়ের উপর বিশেষকর হার আছে

চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ উৎসের আয়

সপ্তম তফসিল	
	কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫%
	কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫%
	কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয় ব্যতীত, অন্যান্য মূলধনি আয়ের ক্ষেত্রে- যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয়ের ১৫%
	ব্যবসায়িক পণ্য নহে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক, ধাতব মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতু বিক্রয় হতে প্রাপ্ত মূলধনী আয়ের পর ৫%
	"লভ্যাংশ" হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে, যথা:- (ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের উপর ১৫% (খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের উপর ২০%

২.৬. বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী)

- নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে করদাতার বিনিয়োগ থাকলে করদাতা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পান। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের অংক বাদ দিলে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যায়।
- আয়কর আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এ নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলি এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোনো বিনিয়োগ করা হলে, কোনো করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হতে নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিতভাবে কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন-

(ক) $0.03 \times 'ক'$ ('ক' - কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয়, অংশীদারি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) বা

- (খ) ০.১০ × 'খ' ('খ' কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।); বা
(গ) ৭.৫ লক্ষ টাকা,

এই তিনটির মধ্যে যা কম

২.৭. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের খাত

করদাতার বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর তালিকা নীচে দেয়া হলো:

১. জীবন বিমার প্রিমিয়াম;
২. সরকারি কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা;
৩. স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা;
৪. কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা;
৫. অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;
৬. যে কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট পেনশন স্কিমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১,২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ;
৭. সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়ে ৫,০০,০০০ টাকার বিনিয়োগ;
৮. বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চারে নতুন বিনিয়োগ;
৯. সিটি কর্পোরেশন বহিষ্ঠূত এলাকায় স্থাপিত এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য হাসপাতালকে প্রদত্ত দান;
১০. যাকাত তহবিলে চাঁদা বা দান;
১১. প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান;
১২. মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে প্রদত্ত দান;
১৩. icddr,b তে প্রদত্ত দান;
১৪. CRP, সাতার এ প্রদত্ত দান;
১৫. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান;
১৬. বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন, মাস্তুল ফাউন্ডেশন, এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ, রোগীকল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, Palliative Care Society of Bangladesh (PCSB), আগামী এডুকেশন ফাউন্ডেশন এ প্রদত্ত দান;
১৭. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

২.২.২. উদাহরণ-০৩, আয়কর নির্দেশিকা উদাহরণ-২০

ধরা যাক, জনাব শিশির চন্দ্র দাস এর ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে মোট আয়ের পরিমাণ ২৯,২০,০০০ টাকা।
বিভিন্ন খাতে তার মোট আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	২,৪০,০০০
	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	১,৫০,০০০
	যাকাত তহবিলে দান	৫০,০০০
	সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ দান	৭০,০০০
	ল্যাপটপ ক্রয়	১,০০,০০০
	এফডিআর (FDR) এ বিনিয়োগ	৩,০০,০০০
	মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ	৭,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		১৬,৭০,০০০

জনাব শিশির চন্দ্র দাসের রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় এবং রেয়াত পরবর্তী করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দান:

ক্রম	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (ট)
১.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,৫০,০০০
২.	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
৩.	যাকাত তহবিলে দান	

৪.	ডিপোজিট স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটা কম)	১,২০,০০০
	২ক। প্রকৃত বিনিয়োগ ২,৪০,০০০ টাকা	
	২ খ। অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০ টাকা	
৫.	মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ	৭,০০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		১০,৮০,০০০

জনাব শিশির চন্দ্র দাসের মোট আয়ের পরিমাণ ২৯,২০,০০০ টাকা। তিনি সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ দান করেন ৭০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে তার করযোগ্য মোট আয়ের পরিমাণ ২৯,২০,০০০ - ৭০,০০০ টাকা = ২৮,৫০,০০০ টাকা। ২৮,৫০,০০০ টাকার উপর রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় ৫,০২,৫০০ টাকা।

রেয়াতের পরিমাণ :

(ক)	মোট আয়ের ২৮,৫০,০০০ টাকা × ০.০৩	৮৫,৫০০	
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ১০,৮০,০০০ টাকা × ০.১০	১,০৮,০০০	
(গ)			৭,৫০,০০
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম।	৮৫,৫০০	

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৮৫,৫০০ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

$$\text{নীট প্রদেয় করের পরিমাণ } (৫,০২,৫০০ - ৮৫,৫০০) \\ ১০,০০০ = ৪,১৭,০০০$$

২.২.২. উদাহরণ-০৪, আয়কর নির্দেশিকা উদাহরণ-২১

মিজ রিমি রায় একজন উদ্যোক্তা। তিনি "দিনাজপুর বেকারি" নামে এসএমই ফাউন্ডেশনে নিবন্ধিত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। ২০২৫-২৬ আয়বর্ষে উক্ত ব্যবসায় থেকে তার মোট টার্নওভার ছিলো

৭০,০০,০০০ টাকা এবং মুনাফা ছিলো ৭,৫০,০০০ টাকা। এছাড়াও তিনি উক্ত আয়বর্ষে ফেসবুক ও ইউটিউবে বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করে ৪,৭৫,০০০ টাকা এবং ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। এছাড়া তার একটি স্বনামধন্য ফেসবুক পেজ আছে, উক্ত পেজে তিনি শাড়ী বিক্রয় করে ৬,৩০,০০০ টাকা আয় করেন। তিনি ০১ জুলাই ২০২৫ খ্রি তারিখে ২,০০,০০০ টাকার ৩ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেন, কিন্তু ৩০ জুন ২০২৬ খ্রি তারিখে তিনি উক্ত সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করেন। উক্ত সঞ্চয়পত্র থেকে তার সুদ আয় ছিল ২০,০০০ টাকা এবং উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ ছিলো ২,০০০ টাকা। তিনি উক্ত আয়বর্ষে ৭২,০০০ টাকা ডিপিএস এ বিনিয়োগ করেন। ২০২৬-২৭ করবর্ষে তার আয়কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপ-

মোট করযোগ্য আয়:

ব্যবসায় থেকে আয় (অনলাইনে শাড়ী বিক্রয়) —————	৬,৩০,০০০ টাকা
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় —————	২০,০০০ টাকা

মোট করযোগ্য আয় ৬,৫০,০০০ টাকা

(ফ্রিল্যান্সিং ও কনটেন্ট তৈরি থেকে আয় করমুক্ত বিধায় উক্ত আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। নারী উদ্যোক্তাদের নিবন্ধিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ৭০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার থেকে আয় করমুক্ত।)

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করের পরিমাণ (ট)
প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ২,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	২০,০০০
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	২০,০০০

রেয়াতের পরিমাণ :

(ক)	মোট আয়ের ৬,৫০,০০০ টাকা × ০.০৩	১৯,৫০০	
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ৭২,০০০ টাকা × ০.১০	৭,২০০	
(গ)			৭,৫০,০০

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম।	৭,২০০
--	-------

(মেয়াদপূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করায় উক্ত বিনিয়োগ রেয়াতযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না।)

রেয়াত পরবর্তী করদায়:

মোট আয়করের পরিমাণ-কর রেয়াত (২০,০০০-৭,২০০) = ১২,৮০০ টাকা।

১৭৩ ধারায় প্রদেয় কর নির্ধারণ:

রেয়াত পরবর্তী প্রদেয় কর-উৎসে কর্তৃত কর = (১২,৮০০-২,০০০) = ১০,৮০০ টাকা।

৩.চাকরি হইতে আয় (ধারা- ৩২)

চাকরি হইতে আয় এর ক্ষেত্রে বেতন বলতে কর্মচারী কর্তৃক চাকরি হইতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অংক-কে বুঝাবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (অ) যেকোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;
- (আ) যেকোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;
- (ই) অগ্রিম বেতন;
- (গ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক;
- (উ) পারকুইজিট;
- (ড) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;

৩.১.১. বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি

"বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি" অথবা "বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

- (অ) চাকরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
- (আ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশ;
- (ই) চাকরির চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (ঈ) চাকরিতে যোগদানকালে বা চাকরির অন্য কোনো শর্তের অধীন প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;

"পারকুইজিট" অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত ইনসেনটিভ বোনাসসহ যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা, তবে নিম্নবর্ণিত পরিশোধসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

- (অ) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;
- (আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

৩.১.২. মূল বেতন

"মূল বেতন" অর্থ মাসিক বা অন্য প্রকারে প্রদেয় বেতন যাহার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ভাতা বা সুবিধাদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা; এবং

(আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

৩.১.৩. পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ ধারা -৩৩

আর্থিক মূল্য প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

ক্রম নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
১	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য; (খ) হ্রাসকৃত ভাড়া প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২	মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা	(ক) ১৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১৫ (পনেরো) হাজার টাকা; (খ) ১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা; (গ) ২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি পর্যন্ত এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা; (ঘ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা।
৩	অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য।

৩.২. কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয় ধারা -৩৪

কোনো করদাতা কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হলে, শেয়ার প্রাপ্তির বছরে ক-থ নিয়মে আয় চাকরি হইতে আয়ের সাথে যোগ হবে, যেখানে:

ক = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,

থ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাবে, যথা:-

(ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন;

(খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন।

তবে, কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে চাকরি হইতে আয়ের সাথে ক - খ নিয়মে আয় যোগ হবে, যেখানে-

ক = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

খ- শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।

চাকরি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। দফাসমূহ নিম্নরূপ:

(১৪) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ (Reimbursement) যদি-

ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(২৭) "চাকরি হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা যা কম;

৩.৩. সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাতে আয় নিরূপণ

- সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে আয় গণনার জন্য ইতোপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রহিতক্রমে এস. আর.ও. না১২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ জারি করা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ কেবল সরকারি বেতন আদেশসমূহে উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি করমুক্ত থাকবে,

যথা:-

- চিকিৎসা ভাতা, নববর্ষ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা, কার্যভার ভাতা, পাহাড়ি ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, যাতায়াত ভাতা, টিফিন ভাতা, পোশাক ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, ধোলাই ভাতা, বিশেষ ভাতা, প্রেষণ ভাতা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা, জুডিশিয়াল ভাতা, চৌকি ভাতা, ডোমেস্টিক এইড এলাউয়েন্স, ঝুঁকি ভাতা, একটিং এলাউয়েন্স, মোটরসাইকেল ভাতা, আর্মরার এলাউয়েন্স, নিঃশর্ত যাতায়াত ভাতা, টেলিকম এলাউয়েন্স, ক্লিনার এলাউয়েন্স, ড্রাইভার এলাউয়েন্স, মাউন্টেড পুলিশ এলাউয়েন্স, পিবিএক্স এলাউয়েন্স, সশস্ত্র শাখা ভাতা, বিউগলার এলাউয়েন্স, নার্সিং এলাউয়েন্স, দৈনিক বা খোরাকী ভাতা, ট্রাফিক এলাউয়েন্স, রেশন মানি, সীমান্ত ভাতা, ব্যাটম্যান ভাতা, ইন্সট্রাকশনাল এলাউয়েন্স, নিযুক্তি ভাতা, আউটফিট ভাতা এবং গার্ড পুলিশ ভাতা।
- সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এর

"চাকুরি হইতে আয়" এর বিপরীতে কর নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রস্তাপন এস. আর.ও. নং- ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী হবে কি না?

হ্যাঁ, হবে।

- সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ১৫/১২/২০১৫ তারিখে জারিকৃত এস. আর.ও. নং-৩৭০-আইন/২০১৫ এর মাধ্যমে প্রণীত চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করতে পারেন মর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-০৮.০০.০০০.১৬৫.৫৩.০০১.১৯-৩১, তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের উক্ত স্মারকের আলোকে উল্লেখিত ব্যাংকসমূহের বোর্ড সভায় বেতন কাঠামো হিসাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ১৫/১২/২০১৫ তারিখে জারিকৃত এস. আর.ও. নং-৩৭০- আইন/২০১৫ এর মাধ্যমে প্রণীত চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ফলে, এ সকল ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের "চাকুরি হইতে আয়" এর বিপরীতে কর নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রস্তাপন এস. আর.ও. নং-২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ, এ সকল ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত প্রস্তাপন এস, আর, ও. নং- ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর অধীন কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

এখানে উল্লেখ্য, বর্ণিত ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ২০১৭-২০১৮ করবর্ষ হতে এ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৩.৪.১. উদাহরণ- ৫

- জনাব মিজানুর রহমান বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার জন্য চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ প্রযোজ্য। ফলে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	৫৬,৫০০
মাসিক চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০
উৎসব ভাতা	১,১৩,০০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৩০০

- তিনি সরকারি বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা প্রদান

বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা। এছাড়াও তিনি একটি তফসিলি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কিমের মাধ্যমে মাসিক ৫,০০০ টাকার কিস্তি জমা করেন।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে জনাব মিজানুর রহমান এর মোট আয় এবং করদায় নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

মোট আয় পরিগণনা

মূল বেতন (৫৬,৫০০০ × ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০০ × ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০ × ১২)	১৮,০০০ (করমুক্ত)

মোট আয় ৭,৯১,০০০

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হারে	০
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০
অবশিষ্ট ৯১,০০০ টাকার উপর ১৫% হারে	১৩৬৫০

মোট করদায় ৪৩৬৫০

বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ:

১। ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ × ১২)	১,৬৮,০০০
২। কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ × ১২)	১,৮০০
৩। গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)	১,২০০
৪। ডিপোজিট পেনশন স্কিমের কিস্তি (৫,০০০ × ১২)	৬০,০০০

মোট বিনিয়োগ= ২,৩১,০০০

★ ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ করমুক্ত

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ

(ক)	$০.০৩ \times ৭,৯১,০০০$ (ক★)	২৩,৭৩০
(খ)	$০.১০ \times ২,৩১,০০০$ (খ★)	২৩১০০

গ)		৭,৫০,০০০
	(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম	২৩,১০০

এক্ষেত্রে-

'ক' = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয় এবং অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এইরূপ আয় বাদ দিয়া পরিগণিত মোট আয়, এবং

'খ' = কোনো আয়বর্ষে যষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতের পরিমাণ:

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৩,১০০ টাকা।

প্রদেয় করের পরিমাণ $(৪৩৬৫০ - ২৩,১০০) = ১০৫৫০$ টাকা।

৩.৪.২. উদাহরণ- ৬

- ধরা যাক, উদাহরণ-৫ এ বর্ণিত করদাতা জনাব মিজানুর রহমান একটি সরকারি একাডেমিতে ক্লাস নিয়ে লেকচার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা, বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা, বিদেশ ভ্রমণ হতে ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্তি প্রদর্শন করেছেন। উক্ত আয়সমূহ যেহেতু জনাব মিজানুর রহমান এর জন্য প্রযোজ্য সরকারি বেতন আদেশভুক্ত নয় তাই এ সকল আয় করমুক্ত প্রাপ্তি/সুবিধা বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এ সকল আয় করযোগ্য হবে।

৩.৪.৩. উদাহরণ-৭

- উদাহরণ-৬ এ উল্লিখিত আয় ও বিনিয়োগ যদি কোনো প্রতিবন্ধী কর্মচারীর থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৫,২৫,০০০ টাকা। ফলে ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে তার মোট আয় এবং করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মূল বেতন (৫৬,৫০০০ × ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০০ × ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০ × ১২)	১৮,০০০ (করমুক্ত)
বাংলা নববর্ষ ভাতা = ১১,৩০০ (করমুক্ত)	

মোট আয়	৭,৯১,০০০
---------	----------

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৫,২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	০
অবশিষ্ট ২,৬৬,০০০ টাকার উপর ১০%	২৬৬০০

মোট আয়ের উপর আয়কর	২৬,৬০০
---------------------	--------

বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত: পূর্ববর্তী উদাহরণ অনুসারে
২৩১০০

পার্থক্য	৩,৫০০
----------	-------

করদাতার নীট প্রদেয় কর (পরিশোধযোগ্য অংক) = ৫,০০০ (নূন্যতম করদায়)

৩.৪.৩. উদাহরণ-৮

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে মিজ মাহবুবর মোট আয় হলো:

মাসিক বেতন ও ভাতার খাত

মূল বেতন ৫২,৫০০০

উৎসব ভাতা ১,০৫,০০০(বার্ষিক)

চিকিৎসা ভাতা ৫০০০

আপ্যায়ন ভাতা ১৫,০০০

বাড়ী ভাড়া ভাতা ২৫,০০০

এছাড়া-মিজ মাহবুবর নিম্নোক্ত সুবিধাদি, আয়, উৎসে কর কর্তন, সম্পদ ও বিনিয়োগ রয়েছে-

১। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে একটি ১৫০০ সিসি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন।

২। তার গৃহ সম্পত্তি ভাড়া হতে করযোগ্য আয় ১,৩০,০০০ টাকা, কৃষি খাতে আয় ৬০,০০০ টাকা, আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১,১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে।

৩। লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

৪। তার বেতন হতে ৩৬,০০০ টাকা উৎসে অগ্রিম কর কর্তন করা হয়েছে।

৫। ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে তার নিট সম্পদের পরিমাণ ২০,৫০,০০,০০০ টাকা।

৬। তিনি ২,৫০,০০০ টাকার তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

৭। জীবন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ ৬০,০০০ টাকা দিয়েছেন।

মিজ মাহবুবর মোট আয় নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করতে হবে:

মোট করযোগ্য আয় নির্ধারণ:

(১) চাকরি হতে আয়:

মূল বেতন (৫২,৫০০ x ১২) ৬,৩০,০০০

উৎসব বোনাস (৫২,৫০০ x ২) ১,০৫,০০০

চিকিৎসা ভাতা (৫,০০০ x ১২) ৬০,০০০

আপ্যায়ন ভাতা (১,৫০০ x ১২) ১,৮০০০

মোটেরগাড়ি সুবিধা (১৫,০০০ x ১২) ১,৮০,০০০

(১৫০০ সিসি পর্যন্ত মাসিক ১৫,০০০ টাকা হারে)

মোট প্রাপ্তি

১২,৯৩,০০০

চাকুরি খাতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় = মোট প্রাপ্তির ১/৩ অংশ বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি কম।
 ১২,৯৩,০০০ টাকার ১/৩ হলো ৪,৩১,০০০ টাকা। তার মোট করযোগ্য আয় (১২,৯৩,০০০ - ৪,৩১,০০০) =
 ৮,৬২,০০০

চাকুরি খাতে আয়	৮,৬২,০০০
ভাড়া আয়	১,৩০,০০০
কৃষি আয়	৬০,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়	১,১০,০০০
<hr/>	
নিয়মিত করহার প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়	১১,৬২,০০০
আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি	১,৫০,০০০
<hr/>	
মোট করযোগ্য আয়	১৩,১২,০০০ টাকা

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	০
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর ১৫% হারে	৬০,০০০
অবশিষ্ট ১২,০০০ টাকার উপর ২০% হারে	২৪০০

মোট ১১,৬২,০০০ টাকার উপর করদায়	৯২,৪০০০
আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি	২২,৫০০০
(১,৫০,০০০ * ১৫%)	

মোট করদায়	১,১৪,৯০০ টাকা
------------	---------------

বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ:

১। জীবনবীমার প্রিমিয়াম	৬০,০০০ টাকা
২। সঞ্চয়পত্র	২,৫০,০০০
মোট বিনিয়োগ=	৩,১০,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ

(ক)	$০.০৩ \times ১১,৬২,০০০$ (ক★)	৩৪,৮০০
(খ)	$০.১০ \times ৩,১০,০০০$ (খ★)	৩১,০০০
গ)		৭,৫০,০০০
	(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম	৩১,০০০

এক্ষেত্রে-

'ক' = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয় এবং অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এইরূপ আয় বাদ দিয়া পরিগণিত মোট আয়, এবং

'খ' = কোনো আয়বর্ষে যষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতের পরিমাণ:

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৩১,০০০ টাকা।

প্রদেয় করের পরিমাণ $(১,১৪,৯০০ - ৩১,০০০) = ৮৩,৯০০$ টাকা।

উৎসে কর্তনের ক্রেডিট :

লভ্যাংশের উপর উৎসে কর্তিত কর ১৫,০০০

ব্যাংক সুদের উপর উৎসে কর্তিত কর ১১,০০০

বেতন হতে অগ্রিম কর কর্তন ৩৬,০০০

মোট ৬২,০০০

অবশিষ্ট করদায় $(৮৩,৯০০ - ৬২,০০০) = ২১,৯০০$ টাকা

সারচার্জের পরিমাণ:

মিজ মাহবুবাবার নিট সম্পদের পরিমাণ ২০,৫০,০০,০০০ টাকা হওয়ায় মোট আয়করের ৩০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে। সারচার্জের পরিমাণ দাঁড়ায় (২২,৪০০ টাকার ৩০%) ২৭,৭২০ টাকা।

মিজ মাহবুবাবার নিট প্রদেয় কর (২১,৯০০ + ২৭,৭২০) = ৪৯,৬২০ টাকা।

৪.ভাড়া হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫-৩৯ অনুযায়ী ভাড়া হতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

ভাড়া হইতে আয় পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে, যথা:-

(১) কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই হবে উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয়।

(২) সম্পত্তির কোনো অংশ কোনো ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হলে, উক্ত অংশের জন্য ভাড়া আয় প্রযোজ্য হবে না।

(৩) হোস্টেল, হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হোক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হতে অর্জিত আয় ভাড়া হইতে আয় খাতের অধীন পরিগণনা করতে হবে।

এখানে,

ধারা ৩৫:

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(১) “গৃহসম্পত্তি” অর্থে যেকোনো গৃহসম্পত্তি, ভবন বা দালানসহ নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা—

(ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:—

(অ) কোনো ভবন যাহা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা

(আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়;

(২) “ভাড়া প্রদান” অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান, তবে স্বীয় মালিকানাধীন হউক বা না হউক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উল্লয়নমূলক ফাইন্যান্স কোম্পানি অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৩) “সম্পত্তি” অর্থ গৃহসম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আঙ্গিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যাহা ভাড়া প্রদান করা যায়।

মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা

(১)৩৭। (১) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তিসহ যেকোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:

অ = (আ+ই)-ঈ, যেখানে-

অ = মোট ভাড়ামূল্য,

আ = বার্ষিক মূল্য,

ই = ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,

ঈ = শূন্যতা ভাতা যাহা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক = (খ+গ), যেখানে-

ক = ভাড়া হইতে আয়,

খ = মোট ভাড়ামূল্য,

গ = ধারা ৩৯ এ উল্লিখিত বিশেষ ভাড়া হইতে আয়

(২) কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ উক্ত ব্যক্তির স্বীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে বা উহা হইতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হইলে, উক্ত অংশের জন্য এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) হোস্টেল, হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টের ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হউক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয় “ভাড়া হইতে আয়” খাতের অধীন পরিগণনা করিতে হইবে।

৪.১. ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন **আয়কর আইন ধারা ৩৮**

কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হবে, যথা:-

- (ক) কোনো গৃহসম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;
- (খ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সেই ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;
- (গ) গৃহসম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়;
- (ঘ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সেই সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে: তবে, ভাড়াপূর্ব সময়ের কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, উক্ত বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হবে না;
- (ঙ) ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত অংক,

যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন (মোট ভাড়ামূল্যের শতকরা হারে)
১	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)

(চ) গৃহসম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে;

(ছ) যেইক্ষেত্রে কোনো গৃহসম্পত্তি আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে বিয়োজনসমূহ অনুমোদিত হইবে, যথা:—

(ক) ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৫ অনুযায়ী যে সকল বিয়োজন যে সকল সীমা ও শর্তে অনুমোদিত;

(খ) তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত ভাতাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিয়োজন ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন হইলে।

৪.২. বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা আয়কর আইন ৩৯

৩৯। (১) ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী কোনো সংবিধিবদ্ধ বিয়োজনের কোনো অংশ অব্যয়িত বলিয়া দাবি করিলে, উহা বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) অ্যাকাউন্টিং সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অননুমোদিত বিয়োজনসমূহ বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) কোনো আয়বর্ষে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তি লিজ বা ভাড়া প্রদানের বিপরীতে ফেরতযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য জামানত, নিরাপত্তা জামানত বা অগ্রিম বাবদ অর্থ গৃহীত বা প্রাপ্ত হইলে, উক্ত প্রাপ্ত বা গৃহীত মোট অংকের, অর্থবৎসর শেষের স্থিতির ১০% (দশ শতাংশ), বিশেষ ভাড়া আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তি লিজ বা ভাড়া প্রদানের বিপরীতে গৃহীত অফেরতযোগ্য বা অসমন্বয়যোগ্য অঙ্ক, যাহা সেলামি বা প্রিমিয়াম বা অন্য যেকোনো অঙ্ক, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহার সমুদয় অর্থ উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত লিজ বা ভাড়ার মেয়াদ বা ৫ (পাঁচ) বৎসর, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, সেই মেয়াদের মধ্যে এই বিশেষ ভাড়া আয়, করদাতা তাহার ইচ্ছানুযায়ী বন্টন করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে করদাতা উক্ত অফেরতযোগ্য বা অসমন্বয়যোগ্য অর্থ বা তাহার কোনো অংশ পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে ফেরত প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার “ভাড়া হইতে আয়” পরিগণনার ক্ষেত্রে, উক্ত ফেরত প্রদানকৃত অর্থ বিয়োজনযোগ্য হইবে।

(৫) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয়ের বিপরীতে খরচের ক্ষেত্রে এই আইনের অংশ ৭ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন না করিলে, উক্ত খরচ বিশেষ ভাড়া আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত আয়ের বিপরীতে তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর নিয়মিত হারে করদায় নির্ধারিত হইবে।

৪.৩.১. উদাহরণ ৯, আয়কর নির্দেশিকা উদাহরণ ৪ এর আলোকে

□ ধরা যাক, ঢাকার বনানী এলাকায় মিস আমেনা পারভিনের একটি তিনতলা আবাসিক বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীর নীচতলায় তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। ২য় ও ৩য় তলা আবাসিক ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জুলাই মাস থেকে মাসিক ৬০,০০০ টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। তিনি সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম হিসেবে দুজন ভাড়াটিয়া হতে ৮,০০,০০০ টাকা করে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে, ২,৪০,০০০ টাকা করে (২০,০০০ x ১২ মাস) সারা বছরে সমন্বয় করেছেন। তিনি ভাড়ার সাথে পৌরকর বাবদ ২৪,০০০ টাকা, ভূমির খাজনা বাবদ ৯০০ টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ ঋণের ব্যাংক সুদ বাবদ ৩০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। মিস পারভিনের গৃহ-সম্পত্তি হতে আয়ের হিসাব হবে নিম্নরূপ:

ভাড়ামূল্য (মাসিক ভাড়া ৬০,০০০ x ১২ x ২ মাস) = ১৪,৪০,০০০

বাদ: অনুমোদনযোগ্য খরচ

১। মেরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%) = ৩৬০,০০০

২। পৌর কর (২৪,০০০০ x ২/৩) = ১৬,০০০

৩। ভূমি রাজস্ব (৯০০ x ২/৩) = ৬০০

৪। গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ (৩০,০০০ x ২/৩) = ২০,০০০

○ স্বনিবাস ১/৩ অংশ ও ভাড়া ২/৩ অংশ = ৩,৯৬,৬০০

গৃহ-সম্পত্তি থেকে নীট আয় = ১০,৪৩,৪০০

সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে মিস আমেনা পারভীন মোট সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন (৮,০০,০০০ x ২) টাকা = ১৬,০০,০০০ টাকা। তন্মধ্যে, মাসিক সমন্বয়যোগ্য ২০,০০০ টাকা ভাড়ামূল্য হিসেবে প্রাপ্ত ৬০,০০০ টাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি মাসে সমন্বয় করেছেন। অর্থাৎ, সারা বছরে সমন্বয় করেছেন (২০,০০০ x ১২ x ২) = ৪,৮০,০০০ টাকা। ফলে, অসমন্বয়কৃত অংক দাঁড়ায় (১৬,০০,০০০ - ৪,৮০,০০০) টাকা ১১,২০,০০০ টাকা। উক্ত অসমন্বয়কৃত অগ্রিম বাবদ ১১,২০,০০০ টাকা তিনি রিটার্নের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক দায় হিসেবে প্রদর্শন করবেন এবং ১০% (১১২০০ টাকা) বিশেষ আয় হিসেবে গণ্য হবে।

মিস পারভিনের নিরূপিত মোট আয় ১০,৪৩,৪০০ টাকা ও বিশেষ আয় ১১২০০ টাকার বিপরীতে ধার্যকৃত করের পরিমাণ হবে

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০
অবশিষ্ট ৩,০৪,৬০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%	৫৩১৯০
	মোট	৮৩,১৯০

প্রদেয় করের পরিমাণ ৮৩,১৯০ টাকা

- ✓ কোনো করদাতার ব্যবসা হইতে আয় থাকলে তাকে ব্যবসা/পেশা সংশ্লিষ্ট বাড়ী, অফিস বা দোকান ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, প্রদত্ত ভাড়া তার ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- ✓ এক বা একাধিক ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক সর্বমোট ২৫ হাজার টাকার বেশী প্রাপ্ত হলে বাড়ীর মালিককে ব্যাংক হিসাবে প্রাপ্ত ভাড়া জমা করতে হবে। বাড়ীর মালিক (ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি বা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক এ বিধান পরিপালন করা না হলে গৃহ-সম্পত্তি বাবদ অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫০% অথবা ৫,০০০ টাকা, দুটির মধ্যে যা অধিক, সেই পরিমাণ জরিমানা আরোপযোগ্য হবে।

৪.৩.২. উদাহরণ ১০

জনাব জামিল জনাব করিমকে প্রতি মাসে ১০০,০০০ টাকায় একটি ফ্ল্যাট ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ভাড়া দেন। তিনি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ৭২০,০০০ টাকার সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন, যা প্রতি বছর ৯০,০০০ টাকা করে মোট ৮ বছরের মধ্যে সমন্বয় করা হবে। এছাড়া জনাব জামিল ২,০০,০০০ টাকা অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। তিনি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন।

প্রথম বছরে সমন্বয় করেছেন ৯০,০০০ টাকা। ফলে, অসমন্বয়কৃত অংক দাঁড়ায় (৭,২০,০০০-৯০,০০০) টাকা ৬,৩০,০০০ টাকা। অসমন্বয়কৃত অংকের ১০% (৬৩,০০০ টাকা) বিশেষ আয় হিসেবে গণ্য হবে।

২০২৬-২৭ করবর্ষে জনাব জামিলের করযোগ্য আয় নিম্নরূপ:

গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য (১,০০,০০০ টাকা×১১)	১১, ০০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য কর্তন: (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ: মোট ভাড়া মূল্যের ২৫%)	(২৭৫,০০০)
ভাড়া থেকে আয়	৮২৫,০০০
যোগ: বিশেষ ভাড়া আয়	
অব্যয়িত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (২৭৫,০০০-১৫০,০০০)	১২৫,০০০
অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম (২,০০,০০০/৫)	৪০,০০০
সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের অসমন্বয়কৃত অংকের ১০%	৬৩,০০০
ভাড়া থেকে মোট করযোগ্য আয়	১০,৫৩,০০০

- গৃহীত অসমন্বয়যোগ্য অগ্রিম করদাতার বিশেষ ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে। তবে, করদাতার ইচ্ছানুযায়ী কর নির্ধারণের জন্য প্রাপ্তির বছর ও পরবর্তী ৪ বছর অর্থাৎ মোট ৫ বছর জুড়ে

অসমব্ৰহ্মযোগ্য অগ্রিম বিতরণ করা যেতে পারে। উপরের উদাহরণে অসমব্ৰহ্মযোগ্য অগ্রিম ২,০০,০০০ টাকা ৫ বছরে বিতরণ করলে প্রতি বছরে দাঁড়ায় ৪০,০০০ টাকা।

৪.৩.৩. উদাহরণ ১১ , আয়কর পরিপত্র -উদাহরণ ১১

জনাব অন্তর চৌধুরী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে তার নিজস্ব একটি বাণিজ্যিক ভবন ভা দিয়েছেন। ভবনটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গেল-

(১) ভবনটির বার্ষিক মূল্য ৬০,০০,০০০ টাকা।

(২) ভাড়াটিয়ার নিকট হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ ৫,০০,০০০ টাকা।

(৩) ভবনটি ২ মাস খালি ছিলো, করদাতার প্রিপেইড মিটার থাকায় এবং বিদ্যুৎ বিলে কপি তার নিকট না থাকায় তিনি তার বিদ্যুৎ সংযোগের লেজারের কপি দাখিল করে যা দুই মাসের খালি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

(৪) অগ্নিবীমা বাবদ বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়াম ৮০,০০০ টাকা।

(৫) ভবন নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ ৫,০০,০০০ টাকা।

(৬) সিটি কর্পোরেশনকে পরিশোধিত হোল্ডিং ট্যাক্স ১,০০,০০০ টাকা।

(৭) ভাড়াটিয়ার নিকট হতে সমব্ৰহ্মযোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছিল ৩০,০০,০০০ টাকা অর্থবছর শেষে এর অবশিষ্ট ছিল ২০,০০,০০০ টাকা।

(৮) ভাড়াটিয়ার নিকট হতে অফেরতযোগ্য অগ্রিম ২০,০০,০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ ১০ বছর। করদাতা অফেরতযোগ্য অগ্রিমকে, চুক্তির মেয়াদে, আয় হিসেবে সমভাবে বন্টনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

করদাতার-

(ক) মোট ভাড়া মূল্য নির্ধারণ করুন।

(খ) বিশেষ ভাড়া আয় নিরূপণ করুন।

(গ) উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হতে মোট আয় নিরূপণ করুন।

সমাধান

মোট ভাড়া মূল্য = [(বার্ষিক মূল্য ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) - শূন্যতা ভাতা]

এখানে-

বার্ষিক মূল্য = ৬০,০০,০০০ টাকা।

প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ = ৫,০০,০০০ টাকা।

শূন্যতা ভাতা = ২ মাস = (৬০,০০,০০০ + ১২) ০২ মাস = ১০,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং, মোট ভাড়ামূল্য = [(৬০,০০,০০০ + ৫,০০,০০০) - ১০,০০,০০০] টাকা = ৫৫,০০,০০০ টাকা।

উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে মোট অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন:

১.	ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত সংবিধিবদ্ধ ব্যয় = মোট ভাড়ামূল্য এর ৩০% = ৫৫,০০,০০০ টাকার এর ৩০%	১৬,৫০,০০০
২.	সম্পত্তির বিপরীতে পরিশোধিত বীমা প্রিমিয়াম = (৮০,০০০+১২)*১০	৬৬৬৬৬৭
৩.	ভবন নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ = (৫০০,০০০+১২)*১০	৪১৬৬৬৭
৪.	সিটি কর্পোরেশনকে পরিশোধিত হোল্ডিং ট্যাক্স = (১০০,০০০÷১২) *১০	৮৩৩৩৩
৫. মোট অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন		২২,১৬,৬৬৭

বিশেষ ভাড়া হতে আয়

(ক) গৃহসম্পত্তির ভাড়ার বিপরীতে গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম নেওয়ার প্রেক্ষিতে বিশেষ ভাড়া হতে আয়-

অর্থবছর সমাপ্তিতে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের স্থিতি = ২০,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং, বিশেষ ভাড়া হতে আয় = (২০,০০,০০০ × ১০%) = ২,০০,০০০ টাকা।

(খ) গৃহসম্পত্তির ভাড়ার বিপরীতে গৃহীত অফেরতযোগ্য অগ্রিম নেওয়ার প্রেক্ষিতে বিশেষ ভাড়া হতে আয়-

অফেরতযোগ্য অগ্রিম = ২০,০০,০০০ টাকা এবং উক্ত অফেরতযোগ্য অগ্রিমসহ ভাড়া চুক্তির মেয়াদ = ১০ বছর। কিন্তু, আইন অনুযায়ী অফেরতযোগ্য অগ্রিম সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদে বন্টনযোগ্য হওয়ায়, করদাতা উক্ত অফেরতযোগ্য অগ্রিম বাবদ প্রাপ্তিকে, আয় হিসেবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিমাণে, ৫ বছর পর্যন্ত বন্টন করতে পারবেন বিধায় তিনি উক্ত অফেরতযোগ্য অগ্রিম

২০,০০,০০০ টাকা ৫ বছরে সমহারে বন্টনপূর্বক প্রতি বছর ৪,০০,০০০ টাকা বিশেষ ভাড়া হতে আয় বাবদ প্রদর্শন করেছেন।

সুতরাং, ভাড়ার বিপরীতে গৃহীত অফেরতযোগ্য অগ্রিম নেওয়ার প্রেক্ষিতে বিশেষ ভাড়া হতে আয় = ৪,০০,০০০ টাকা।

মোট বিশেষ ভাড়া আয় = (সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম + অফেরতযোগ্য অগ্রিম) গ্রহণের প্রেক্ষিতে বিশেষ ভাড়া হতে আয় = (২,০০,০০০+৪,০০,০০০) টাকা

= ৬,০০,০০০ টাকা। সুতরাং, ভাড়া হতে আয় = (মোট ভাড়ামূল্য-অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন বিশেষ ভাড়া হতে আয়) = {(৫৫,০০,০০০-২২,১৬,৬৬৭)+৬,০০,০০০} টাকা = ৩৮,৮৩,৩৩৩ টাকা।

৪.৫. রিটার্ন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ/ দলিল/প্রমাণ

- (অ) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
- (আ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;
- (ই) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী ও সার্টিফিকেট;
- (ঈ) গৃহ-সম্পত্তি বিমাকৃত হলে বিমা প্রিমিয়ামের রশিদের কপি;
- (উ) শূন্যতা ভাতা দাবী করলে তার সমর্থনে বিদ্যুৎ বিলের কপি;
- (উ) অন্যান্য ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়ার প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সমর্থনে দলিলাদির কপি

৫. কৃষি খাতের আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪০-৪৪ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় নিরূপিত হবে। তবে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা হতে আয় খাতে প্রাপ্তি এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হতে আয় খাতে প্রাপ্তি বলে গণ্য হবে।

কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হবে।

ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (২০) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে যদি উক্ত ব্যক্তির কৃষি হতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় না থাকে।

৫.১.১. উদাহরণ-১২

- জনাব সৌমিক এর একটি ডেইরি ফার্ম রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তিনি ডেইরি ফার্ম হতে ১০,০০,০০০ টাকা নীট আয় প্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া ব্যাংক সুদ বাবদ তার আয় হয়েছে ৫,৫০,০০০ টাকা। উক্ত সুদের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে ৫৫,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে করদাতার কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপঃ

কর নির্ধারণ:

(ক) কৃষি হইতে আয় (যেহেতু করদাতার কৃষি হইতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আম (ব্যাংক সুদ) ব্যতীত অন্য কোন আয়ের উৎস নাই, সেহেতু ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা ২০ অনুযায়ী ৫,০০,০০০ টাকা আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে।)	৫,০০,০০০
(খ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ)	৫,৫০,০০০
মোট আয়	১০,৫০,০০০

জনাব সৌমিকের করের জন্য নিরূপিত মোট আয় ১০,৫০,০০০ টাকার বিপরীতে ধার্যকৃত করের পরিমাণ হবে

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০
অবশিষ্ট ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%	৫২,৫০০
	মোট	৮২,৫০০

প্রদেয় করের পরিমাণ ৮২,৫০০ টাকা। তার আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের বিপরীতে উৎসে কর ৫৫,০০০ টাকা কাটা হয়েছিলো। অবশিষ্ট প্রদেয় কর ২৭৫০০ টাকা

৫.১.২. উদাহরণ—১২

- জনাব হাল্লান ২০২৫-২৬ আয়বর্ষে পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ব্যবসা হতে ২০,৫০,০০০ টাকা এবং বীজ বিপণন ব্যবসা হতে ৮,৫০,০০০ টাকা আয় করেন। করদাতার অন্য কোন খাতের আয় নেই। এক্ষেত্রে, ২০২৬-২৭ করবর্ষে জনাব হাল্লানের করযোগ্য আয় হবে (২০,৫০,০০০ + ৮,৫০,০০০-৫,০০,০০০) টাকা বা, ২৪,০০,০০০ টাকা।

অর্থাৎ ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (২০ক) অনুযায়ী একাধিক উৎস থেকে আয় থাকলেও অনধিক ৫,০০,০০০ টাকা করদাতার মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে।

৫.১.৩. উদাহরণ-১৩

- জনাব ইফতেখার কালামের একটি ডেইরি ফার্ম ও একটি মাছের হ্যাচারী রয়েছে। ২০২৬-২৭ আয়বর্ষে ডেইরি ফার্ম হতে তিনি ৪,৫০,০০০ টাকা আয় প্রাপ্ত হন এবং মাছের হ্যাচারী হতে ৭,৮০,০০০ টাকা আয়প্রাপ্ত হন। উক্ত আয়বর্ষে তিনি ডিপিএসে বিনিয়োগ করেন ৬০,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে জনাব ইফতেখার কালামের কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপঃ

ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০ক) অনুযায়ী জনাব কালামের মাছের হ্যাচারী হতে আয় বাবদ ৭,৮০,০০০ টাকার মধ্যে ৫,০০,০০০ টাকা মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। কিন্তু, কৃষি হতে আয়ের (ডেইরি ফার্ম) পাশাপাশি মাছের হ্যাচারী ব্যবসা খাতে আয় থাকায় ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০) অনুযায়ী কোন কর অব্যাহতি সুবিধা তিনি প্রাপ্য হবেন না।

অতএব, জনাব কালামের করযোগ্য মোট আয় (২,৮০,০০০+৪,৫০,০০০) = ৭,৩০,০০০

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০
অবশিষ্ট ৩০,০০০ টাকার উপর ১৫%	৪৫০০
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৩৪,৫০০

রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট আয় ৭,৩০,০০০ টাকা × ০.০৩	২১,৯০০
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ৬০,০০০ টাকা × ০.১০	৬,০০০
(গ)	৭,৫০,০০০	
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম।		৬,০০০

✓ করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৬,০০০ টাকা।

✓ মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ৩৪,৫০০

রেয়াত পরবর্তী প্রদেয় কর (৩৪,৫০০-৬০০০)= ২৮,৫০০ টাকা

৫.১.৪ উদাহরণ-১৪, আয়কর নির্দেশিকা পৃষ্ঠা ৩৩

ধরা যাক, উদাহরণ-৫ এ জনাব রাকিবুল ইসলামের কৃষি আয় বাবদ ১২,০০,০০০ টাকা, ব্যাংক সুদ বাবদ ৬,০০,০০০ টাকা এবং বিবিধ মালের ব্যবসা হতে ৩,০০,০০০ টাকা আয় রয়েছে। একই বছর তিনি ২,০০,০০০ টাকার নতুন একটি সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছেন। (যেহেতু করদাতার কৃষি হতে আয় এবং

আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় ছাড়াও ব্যবসা হতে আয় আছে, সেহেতু তিনি ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা ২০ অনুযায়ী ৫,০০,০০০ টাকা করমুক্ত প্রাপ্তির সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।) সেক্ষেত্রে করদাতার কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপঃ

আয় নির্ধারণ:

(ক) কৃষি হতে আয়	১২,০০,০০০
(খ) আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয় (ব্যাংক সুদ)	৬,০০,০০০
(গ) ব্যবসা হতে আয়	৩,০০,০০০
মোট আয়	২১,০০,০০০

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর ১৫%	৬০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর ২০%	১,০০,০০০
অবশিষ্ট ৫,০০০ টাকার উপর ২৫%	১,২৫,০০০

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ৩,১৫,০০০

রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট আয় ২১,০০,০০০ টাকা $\times$ ০.০৩	৬৩,০০০
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ২,০০,০০০ টাকা $\times$ ০.১০	২০,০০০
(গ)	৭,৫০,০০০	
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম।		২০,০০০

✓ করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২০,০০০ টাকা।

✓ মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ৩,১৫,০০০

রেয়াত পরবর্তী প্রদেয় কর (৩,১৫,০০-২০,০০০)= ২,৯৫,০০০ টাকা

ব্যংক সুদ আয়ের বিপরীতে উৎস কর্তন ৬০,০০০

বর্তমানে নীট প্রদেয় করদায় (২,৯৫,০০০-৬০,০০০)= ২,৩৫,০০০ টাকা

৫.২. কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ

সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হবে এবং নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হবে, যথা:-

- (ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আগ্রিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;
- (খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আগ্রিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়;
- (গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা;
- (ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহন সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ঙ) ভূমির বা আগ্রিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আগ্রিনা হতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম;
- (চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ;
- (ছ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ-
 - (অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;
 - (আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের অ্যামোর্টাইজেশন;
- (জ) যেক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হয়েছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, সেই পশু বিক্রয় বা উক্ত পশুর মাংস বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অঙ্ক;
- (ঝ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যা মূলধনি প্রকৃতির নয়;
- (ঞ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এমন কোনো স্কিমের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;

(ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছে।

৫.৩. হিসাববহি রক্ষণাবক্ষণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে। তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে নীচের উদাহরণ অনুযায়ী কৃষি আয় হিসাব করতে হবে:

৬. ব্যবসা হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৫-৫৬ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

৬.১. ব্যবসা

"ব্যবসা" অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

- (ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;
- খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;
- গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা
- ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি;

৬.২. ব্যবসা হইতে আয়

নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:-

- (ক) আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলে গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;
- (খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা এরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোনো আয়;
- (গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক;
- (ঘ) মুদ্রা বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ (realized gain) যদি তা মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন সংশ্লিষ্ট না হয়;
- (ঙ) বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যবসা হতে কোনো আয়বর্ষে গ্রহীত কোনো আয়।

৬.৩. অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ

৬.৩.১. ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ

কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (ক) কাঁচামাল, মজুদ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়ে ব্যবহারের নিমিত্ত পণ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং কোনো অবলোপিত মজুদ ব্যয়;
- (খ) এই আইন ও দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন পরিশোধিত নয়, তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিশোধিত এইরূপ শুদ্ধ-করাডি, পৌর কর, স্থানীয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা ও সরকারি ফি;
- (গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আগুনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- ঘ) এই আইনের অধীন চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এরূপ সকল প্রকার ব্যয়, কল্যাণ ব্যয় বা পারিশ্রমিক;
- (ঙ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- (চ) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কৃত ও পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম;
- (ছ) বিদ্যুৎ ও স্থলানিসহ অন্যান্য পরিষেবা ব্যয়;
- (জ) পণ্য পরিবহন, ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং চার্জ;
- (ঝ) বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কমিশন, দালালি, ডিসকাউন্ট বা ওয়ারেন্টি চার্জ প্রকৃতির ব্যয়;
- (ঞ) বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ব্যয়
- (ট) কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়;
- (ঠ) বিক্রয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন, হোটেল ও আবাসন বাবদ ব্যয়;
- (ড) যাতায়াত ও ভ্রমণ বাবদ ব্যয়;
- (ঢ) ইন্টারনেট সেবা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ণ) আইনি সেবা, নিরীক্ষা সেবা ও অন্যান্য পেশাদারী সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ত) আপ্যায়ন ও অতিথিশালা সংক্রান্ত ব্যয়;
- (থ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিল সাপেক্ষে, বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত বিনিময় ক্ষতি;
- (দ) কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা;
- (ধ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়;
- (ন) রয়্যালটি, কারিগরি ফি, হেড অফিস ব্যয়;
- (প) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; এবং
- (ফ) সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত অন্যান্য ব্যয়।

৬.৩.২. ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত ব্যয়

ধারা ৫৫ এর দফা (ড) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী ধারা ৫৫ এর দফা (ট), (ঠ) এবং কাঁচামাল ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয় বাবদ মোট পরিশোধের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকিলে অন্য মাধ্যমে পরিশোধিত মোট অঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য, ধারা ৫৫ এর দফা (ঢ) বিলোপ করা হয়েছে।

৬.৪. উদাহরণ ১৫

মি: মিজানের ড্রেডিং ব্যবসায় 'ট' এর ২০২৫-২৬ আয়বর্ষের তথ্য নিম্নরূপ:

(ক) কর পূর্ববর্তী নীট আয় ১০,০০,০০০ টাকা।

(খ) ভাড়া বাবদ পরিশোধ ৪,০০,০০০ টাকা।

(গ) বেতন বাবদ পরিশোধ ১২,০০,০০০ টাকা।

(ঘ) অন্যান্য খাতের পরিশোধ ১৪,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে নগদে পরিশোধ ১০,০০,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে, অন্যান্য খাতের পরিশোধের ৫০% দাঁড়ায় (১৪,০০,০০০ x ০.৫) বা ৭,০০,০০০ টাকা। করদাতা অন্যান্য খাতের পরিশোধের ৫০% এর অধিক নগদে পরিশোধ করেছেন বিধায় ধারা ৫৫ এর দফা (ড) অনুযায়ী নগদে পরিশোধিত ১০,০০,০০০ টাকার ২৫% অর্থাৎ ২,৫০,০০০ টাকা বিয়োজন হিসেবে অনুমোদন হবে না।

বিশেষ বিয়োজন

এছাড়াও বিশেষ বিয়োজন হিসাবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য হবে, যথা:-

(ক) সাধারণ অবচয় ভাতা;

(খ) প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা;

(গ) স্বরাস্ত্রিত অবচয় ভাতা;

(ঘ) অ্যামোর্টাইজেশন ভাতা;

(ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়; এবং

(চ) কুঋণ ব্যয়।

৬.৫. প্রারম্ভিক মূলধন

আয়কর আইন, ২০২৩-এর ১৮০ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী, কোনো নতুন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা আয়ের ৫ গুন তার নতুন ব্যবসায়ের প্রাথমিক মূলধন দেখাতে পারবেন তবে তাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়। করদাতা যদি সবকটি শর্ত সঠিকভাবে মেনে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করেন, তবে আয়কর অফিস বা কর কর্মকর্তা তার ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূলধনের টাকা কোথায় বা কীভাবে পেলেন—তার উৎস নিয়ে আইনত কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন না।

শর্তসমূহ:

(ক) এইরূপ খাত হইতে আয় প্রদর্শন করেন যাহা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত নহে এবং প্রদর্শিত আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করে;

(গ) রিটার্ন দাখিল করিবার সময় বা তৎপূর্বে নিয়মিত করহারে পরিগণিত কর ও অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক পরিশোধ করেন;

(ঘ) প্রদর্শিত ব্যবসায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রমাণাদি দাখিল করেন;

উদাহরণ: ১৬

রাফিদ ২০২৫-২৬ করবর্ষে প্রথমবার একটি নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন। ব্যবসায় তার প্রারম্ভিক মূলধন (Initial Capital) বিনিয়োগ ৩০,০০,০০০ টাকা।

১. করযোগ্য আয় প্রদর্শন [শর্ত (ক)]:

- রাফিদকে এমন খাত থেকে আয় দেখাতে হবে যা কর-অব্যাহতি প্রাপ্ত (Tax-exempted) নয়।
- প্রদর্শিত বার্ষিক আয় সাধারণ করমুক্ত সীমার (যেমন: পুরুষ করদাতার জন্য ৪,০০,০০০ টাকা) বেশি হতে হবে।

২. মূলধনের সর্বনিম্ন ২০% আয় প্রদর্শন [শর্ত (খ)]:

- রাফিদের মূলধন যদি ৩০,০০,০০০ টাকা তবে (৩০ লাখ টাকার ২০%) ৬,০০,০০০ টাকা আয় দেখাতে হবে।

৩. নিয়মিত হারে কর পরিশোধ [শর্ত (গ)]:

- প্রদর্শিত আয়ের ওপর স্বাভাবিক বা নিয়মিত করহারে পরিগণিত আয়কর এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ফি রিটার্ন দাখিলের আগেই পরিশোধ করতে হবে।

৪. ব্যবসায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ [শর্ত (ঘ)]:

- নতুন ব্যবসায়ের সপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলাদি (যেমন: ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, অফিস স্পেসের চুক্তিপত্র ইত্যাদি) সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. যথাসময়ে রিটার্ন দাখিল [শর্ত (ঙ)]:

- ধারা ১৭০ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার (Tax Day) মধ্যেই রিটার্ন জমা দিতে হবে।

৬. বিলম্ব রিটার্ন না হওয়া [শর্ত (চ)]:

- রিটার্ন দাখিলের সময় লিখিতভাবে বা টিক চিহ্নের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে এটি কোনো "বিলম্ব রিটার্ন" (Late Return) নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বনির্ধারনী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে, যে আয়বর্ষে রিটার্ন দাখিল হয়েছে তার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) আয়বর্ষের মধ্যে যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি ব্যবসা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে "ব্যবসা হতে আয়" হিসেবে গণ্য হবে।

৬.৫. উদাহরণ ১৭

ব্যবসা খাতে আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

□ ধরা যাক, জনাব সাঈদ আহসান দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলায় স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত। ০১ জুলাই ২০২৫ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত তার মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৩০,০০,০০০ টাকা। বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য ২৪,০০,০০০ টাকা, কর্মচারীর বেতন ৬০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ড্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ এর সমষ্টি ১,০০,০০০ টাকা। আয়বর্ষের শুরুতে তিনি ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় করেছেন ৪০,০০০ টাকা।

জনাব সাঈদ আহসানের ব্যবসা খাতে নীট আয় পরিগণনা ও করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট বিক্রয়ের পরিমাণ	৩০,০০,০০০
বাদ: বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য	২৪,০০,০০০
গ্রস মুনাফা	৬,০০,০০০

বাদ: খরচ

কর্মচারীর বেতন	
৬০,০০০	
ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ড্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ	
১,০০,০০০	
ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয়	
৪০,০০০	
মূলধনী, জাতীয় খরচ বিধায় এ খরচ নীট আয় নির্ণয়ের , ক্ষেত্রে বাদ দেয়া যাবে না	
মোট খরচ	১,৬০,০০০

ব্যবসা খাতে অবচয়-পূর্ব আয়	৪,৪০,০০০
-----------------------------	----------

বাদ: অবচয় (depreciation)

ব্যবসায় ব্যবহৃত হবার কারণে ফার্নিচার ৪০,০০০ টাকার উপর	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ১০% হারে ৪,০০০ টাকা অবচয় ভাতা	
প্রাপ্য হবেন	<u>৪,০০০</u>
ব্যবসা খাতে নীট আয়-	৪,৩৬,০০০

ব্যবসা খাতে নীট আয়-	৪,৩৬,০০০
----------------------	----------

আয়ের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
বিক্রি/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	৩০,০০,০০০

গ্রস মুনাফা	৬,০০,০০০
সাধারণ, প্রশাসনিক, বিক্রয়জনিত এবং অন্যান্য ব্যয় সমূহ	১,৬৪,০০০
কুসংগ ব্যয়	
নীট মুনাফা	৪,৩৬,০০০

করদাতার নিরূপিত মোট আয় ৪,৩৬,০০০ টাকার বিপরীতে করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ৩৬,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০%	৩,৬০০
মোট	৩,৬০০

৬.৬. বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা (ধারা ৫৬)

ধারা ৫৬ (৬) যদি কোনো রপ্তানিকারক করদাতা সরকার কর্তৃক তাহার অনুকূলে বন্টনকৃত রপ্তানি কোটার সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো আয়বর্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ হস্তান্তরিত কোটার আনুপাতিক রপ্তানি মূল্য উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬ক) যদি কোনো আয়বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন আয় পরিগণনায় কোনো ব্যক্তির নিকট প্রদেয় সুদ বা মুনাফা বাবদ কোনো খরচ বিয়োজিত হয় এবং যে আয়বর্ষে বিয়োজিত হইয়াছে তাহা শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে যদি উক্ত সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে বর্ণিত ৩ (তিন) বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী আয়বর্ষে উক্ত সুদ বা মুনাফার অপরিশোধিত অংশ করদাতার ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আয় হিসাবে গণ্য হইয়াছে এইরূপ কোনো সুদ বা মুনাফা যদি পরবর্তী কোনো বৎসরে পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পরিশোধ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত অংশ করদাতার আয় পরিগণনা হইতে বাদ যাইবে।]

(৬চ) কোনো আয়বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন আয় পরিগণনায় যদি করদাতার কোনো ট্রেডিং দায় হিসাবে নেওয়া হয় এবং—

(ক) পরবর্তী কোনো আয় উক্ত আয়বর্ষে করদাতা যদি ট্রেডিং দায় বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সেই সুবিধার অর্থমূল্য সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত ট্রেডিং দায় যেই আয়বর্ষে হিসাবে নেওয়া হইয়াছে তাহা শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে যদি ট্রেডিং দায় বা তাহার কোনো অংশ অপরিশোধিত থাকে তাহা হইলে উক্ত অপরিশোধিত ট্রেডিং দায় উক্ত ৩ (তিন) বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আয় হিসাবে গণ্য হইয়াছে এইরূপ কোনো ট্রেডিং দায় যদি পরবর্তী কোনো বৎসরে পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে পরিশোধ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে সেই অংশ করদাতার আয় পরিগণনায় বাদ যাইবে।

(৯) যদি কোনো আয়বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন আয় পরিগণনায় লোকসান, কুঋণ বা কোনো খরচ বিয়োজিত হয় এবং পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে করদাতা যদি সেই বিয়োজিত লোকসান, কুঋণ বা খরচ বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সেই সুবিধার অর্থমূল্য সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) ধারা ১৮০ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে যে আয়বর্ষের রিটার্ন দাখিল হইয়াছে তাহার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) আয়বর্ষের মধ্যে যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি ব্যবসা বা পেশা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” হিসাবে গণ্য হইবে।

(১১) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কুঋণ বা সন্দেহজনক ঋণ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাসকৃত ঋণের উপর সুদ বা মুনাফা আয় যেই আয়বর্ষে লাভ-ক্ষতি হিসাব (আয় বিবরণী) এ] ক্রেডিট প্রদান করা হইবে, অথবা যেই আয়বর্ষে প্রকৃতভাবে গৃহীত হইবে, দুইয়ের মধ্যে যাহা আগে হয় সেই আয়বর্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(১১ক) ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ অনুযায়ী, ব্যাংক, ফাইন্যান্স ও লিজিং কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে, প্রদানকৃত ঋণের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ, বার্ষিক ১২% (বারো শতাংশ) অপেক্ষা কম হইলে, যে পরিমাণে কম সুদ প্রাপ্ত হইবে, সেই পরিমাণ অঙ্ক সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” হিসাবে গণ্য হইবে।

৬.৬.১. উদাহরণ ১৮

□ কমল 'ঘ' নামক একক মালিকানা সফটওয়্যার ব্যবসায় নিয়োজিত। ২০২৫-২৬ আয়বর্ষে 'ঘ' এর নীট আয় ২০,০০,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে যা নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। কোম্পানি উৎসে কর কর্তন ব্যতীত বেতন পরিশোধ করেছে ১,৫০,০০০ টাকা। এছাড়া, বিবেচ্য আয়বর্ষে পরিসম্পদ বিক্রয় বাবদ কোম্পানির মূলধনী আয় ৪,০০,০০০ টাকা। 'ঘ' জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে একটি কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

এক্ষেত্রে কোম্পানির আয় পরিগণনা নিম্নরূপ-

কর পূর্ববর্তী নীট আয়	২০,০০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়	৬,৫০,০০০ টাকা
(যোগ) ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়	৪,০০,০০০ টাকা
ব্যবসা হতে আয়	৩০,৫০,০০০ টাকা

বিবরণ	যে অঙ্কের উপর প্রযোজ্য	প্রযোজ্য কর হার	করের পরিমাণ
-------	------------------------	-----------------	-------------

ব্যবসায়ের আয়ের উপর কর	২০,০০,০০০ টাকা	০%	০
ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদনযোগ্য ব্যয়, যা বিশেষ ব্যবসার আয় হিসেবে গণ্য এবং ধারা ৪৬ এর অধীন ব্যবসার বিশেষ ক্ষেত্র হতে আয়ের উপর কর	১০,৫০,০০০ টাকা	(৩০০০০০ – ১০%) ৪,০০,০০০ – ১৫%, ৫,০০,০০০ – ২০% ৫০,০০০ – ২৫%	২০২৫০০ টাকা
মোট করদায়			২০২৫০০ টাকা

৬.৭. ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ

করদাতা কোনো অংশীদারি ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্য হলে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ থেকে পাওয়া তার আয়ের অংশ মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আয়ের এ অংশের জন্য গড়করণের মাধ্যমে কর রেয়াত পাবেন।

ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্য বা ফার্মের কোনো অংশীদারের মোট আয়ে ব্যক্তিসংঘ বা, ক্ষেত্রমত, ফার্ম হতে উদ্ধৃত করারোপিত শেয়ার আয় অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত শেয়ার আয়ের উপর গড় হারে হিসাবকৃত কর পরিশোধযোগ্য হবে না।

□ নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসারে গড় হারে কর হিসাব করতে হবে, যথা:-

$T = K \times (X/G)$, যেইক্ষেত্রে-

T= গড় হারে কর,

K= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ মোট আয়ের উপর কর রেয়াত পূর্ব হিসাবকৃত কর,

X= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী মুনাফা হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়,

G= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী মুনাফা হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়সহ মোট আয়।

৬.৮.১. উদাহরণ ১৯

□ ধরা যাক, জনাব তুহিন আহমেদ একটি ফার্মের ১/৩ অংশের অংশীদার। ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে ঐ ফার্ম মুনাফা করেছে ৯,০০,০০০ টাকা এবং কর পরিশোধ করেছে ৫২,৫০০ টাকা। জনাব তুহিন আহমেদ ফার্মের অংশীদার হিসেবে মুনাফার হিস্যা পেয়েছেন = $(৯,০০,০০০/৩) = ৩,০০,০০০$ টাকা। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তাঁর টাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত গৃহ-সম্পত্তির নীট আয় ছিল ৩,০০,০০০ টাকা। সংশ্লিষ্ট করবর্ষে করদাতা মোট ২,০০,০০০ টাকা সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছেন।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে জনাব আহমেদের মোট আয় হবে $(৩,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ৬,০০,০০০$ টাকা। মোট আয়ের উপর আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
অবশিষ্ট ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১০%	২০,০০০
মোট আয়ের উপর আয়কর	২০,০০০

ফার্মের অংশীদারি আয়ের জন্য করদাতা যে কর রেয়াত (ফার্মের করারোপিত আয়ের আনুপাতিক অংক) পাবেন এবং উক্ত রেয়াত পাওয়ার পরে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা

নিম্নরূপ:

$$ট = ক \times (খ/গ)$$

$$ট = ২০,০০০ \times (৩,০০,০০০/৬,০০,০০০)$$

$$ট = ১০,০০০$$

করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ: ২০,০০০ - ১০,০০০ টাকা = ১০,০০০ টাকা।

করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত নির্ধারণ:

(অ) $০.০৩ \times ৩,০০,০০০$ (অংশীদারী ফার্ম হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় ৩,০০,০০০ বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) = ৯,০০০

(আ) $০.১০ \times ২,০০,০০০ = ২০,০০০$

(ই) ৭,৫০,০০০

মোট রেয়াতের পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই)। এ তিনটির মধ্যে যেটি কম = ৯,০০০।

যেহেতু, করদাতার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করদায় ৫,০০০ টাকা, অতএব, করদাতার নীট প্রদেয় কর হবে ৫,০০০ টাকা।

৬.৮.২. উদাহরণ ২০

□ মিজ সেতারা পারভিন একটি ফার্মের ১/৪ অংশের অংশীদার। ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে ঐ ফার্ম মুনাফা করেছে ২০,০০,০০০ টাকা। মিজ পারভিন ফার্মের অংশীদার হিসেবে মুনাফার অংশ পেয়েছেন = $(২০,০০,০০০/৪) = ৫,০০,০০০$ টাকা। সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তাঁর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত গৃহ-সম্পত্তি হতে নীট আয় ছিল ৪,০০,০০০ টাকা। করদাতা তার ব্যাংকে গচ্ছিত সঞ্চয়ী হিসাব হতে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে ৩,০০,০০০ টাকা ব্যাংক সুদ আয় প্রাপ্ত হয়েছেন যার বিপরীতে ৩০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তৃত হয়েছিল। এছাড়া, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বাবদ তিনি ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হয়েছেন যার বিপরীতে উৎসে কর কর্তৃত ২৫,০০০ টাকা তার চূড়ান্ত করদায়। সংশ্লিষ্ট করবর্ষে করদাতা সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে নতুন করে ২,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন।

করদায় পরিগণনা:

(ক) ভাড়া হতে আয়	৪,০০,০০০
(খ) আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়	৫,৫০,০০০
[৩,০০,০০০ + ২,৫০,০০০]	
(গ) ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়	৫,০০,০০০
মোট আয়	১৪,৫০,০০০

কর পরিগণনা:

প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর ১৫%	৬০,০০০
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ২০%	৬০,০০০
□ মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	১,৫০,০০০

ফার্মের অংশীদারি আয়ের জন্য করদাতা যে কর রেয়াত (ফার্মের করারোপিত আয়ের আনুপাতিক অংক) পাবেন এবং উক্ত রেয়াত পাওয়ার পরে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

$$ট = ক \times (খ/গ)$$

$$ট = ১,৫০,০০০ \times (৫,০০,০০০/১৪,৫০,০০০)$$

$$ট = ৫১৭২৪ \text{ টাকা}$$

$$\text{করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ: } (১,৫০,০০০ - ৫১৭২৪) \text{ টাকা} = ৯৮২৭৬ \text{ টাকা।}$$

করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত নির্ধারণ:

(অ) $০.০৩ \times ৯,৫০,০০০$ (অংশীদারী ফার্ম হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় ৫,০০,০০০ বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়) = ২৮,৫০০

(আ) $০.১০ \times ২,০০,০০০ = ২০,০০০$

(ই) ৭,৫০,০০০

মোট রেয়াতের পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) এ তিনটির মধ্যে যেটি কম = ২০,০০০। অতএব, করদাতার নীট প্রদেয় কর হবে $(৯৮২৭৬ - ২৮,৫০০) = ৬৯৭৭৬$ টাকা

অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর

১। ব্যাংক সুদ হতে ৩০,০০০ উৎসে কর্তৃত কর

২। সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ২৫,০০০ উৎসে কর্তৃত কর অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর ৫৫,০০০ টাকা। ১৪৭৭৬ টাকা কর পরিশোধিত করতে হবে।

৬.৮.৩ ব্যবসায় ঋণ সংক্রান্ত ধারা

ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৪৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৬ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৬ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথা:-

(ক) উপ-ধারা (৬) এর পর নতুন উপ-ধারা (৬ক) সংযোজন করা হয়েছে। এ সংযোজনের ফলে কোনো ব্যবসা বা পেশা হতে আয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সুদ বাবদ ব্যবসা বা পেশার খরচ হিসেবে অনুমোদিত হবে। তবে, উক্ত প্রদেয় সুদ বা মুনাফা যদি বিয়োজন সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তবে অপরিশোধিত বা কম পরিশোধিত সুদ, উক্ত ৩ বছর পরবর্তী আয়বর্ষে "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" হিসেবে গণ্য হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপরিশোধিত সুদ পরবর্তীতে অন্য কোনো অর্থবছরে পরিশোধ করা হলে, যে আয়বর্ষে তা পরিশোধ করা হবে, উক্ত আয়বর্ষে উক্ত পরিশোধিত সুদ, ব্যবসা বা পেশা আয় থেকে বিয়োজিত হবে।

সংশোধিত বিধান ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

আয়কর পরিপত্র ২০২৬-২০২৭ - পৃষ্ঠা ৪০ (উদাহরণ):

উদাহরণ -২১

জনাব 'ক' আয়বর্ষ ২০২৬-২০২৭ এ ১০,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন যার উপর ব্যাংকে বাৎসরিক প্রদেয় সুদের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা। আয়বর্ষ ২০২৬-২০২৭ এ উক্ত প্রদেয় ১,০০,০০০ টাকা খরচ হিসেবে অনুমোদিত হবে।

যদি করদাতা উক্ত প্রদেয় সুদ ২০২৬-২০২৭ হতে ২০২৮-২০২৯ আয়বর্ষ সমাপ্তির মধ্যে পরিশোধ না করেন তবে পরবর্তী আয়বর্ষে অর্থাৎ ২০২৯-২০৩০ আয়বর্ষে উক্ত অপরিশোধিত ১,০০,০০০ টাকা জনাব 'ক' এর 'ব্যবসা বা পেশা হতে আয়' হিসেবে গণ্য হবে এবং কর আরোপযোগ্য হবে।

তবে পরবর্তীতে ২০৩১-২০৩২ আয়বর্ষে যদি জনাব 'ক' উক্ত ১,০০,০০০ টাকা ব্যাংককে পরিশোধ করেন, তবে উক্ত আয়বর্ষে পরিশোধিত ১,০০,০০০ টাকা জনাব 'ক' এর ব্যবসা বা পেশা আয় হতে বিয়োজিত হবে।

৭. মূলধনি আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭-৬১ অনুযায়ী মূলধনি আয় পরিগণনা করতে হবে।

মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ মূলধনি আয় হবে। তবে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে না।

৭.১. মূলধনি পরিসম্পদ

"মূলধনি পরিসম্পদ" অর্থ- ধারা ২(৭৭)

(৭৭) "মূলধনি পরিসম্পদ (Capital Asset)" অর্থ-

(ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;

(খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;

(গ) কোনো সিকিউরিটিজ;

(ঘ) ব্যবসায়িক পণ্য নহে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক, ধাতব মুদ্রা, মূল্যবান ধাতু, চিত্রকর্ম, এন্টিকস (antiques), ক্লাবের মেম্বারশিপ;

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;

(আ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- পরিধেয় পোশাক, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যাহা করদাতা কর্তৃক অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তাহার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় নাই।

৭.২. পরিসম্পদের অর্জন মূল্য বলতে-

(অ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি-

(১) এরূপ কোনো খরচ যা কেবল উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত;

(২) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং

(৩) আয়কর আইনের ধারা ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫০ বা ৬৪ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ (যদি থাকে);

(আ) যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করেছেন-

- (১) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন;
- (২) সাকশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরাক্রমে;
- (৩) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন;
- (৪) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিতরণের মাধ্যমে; বা
- (৫) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণের মাধ্যমে,

সেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

৭.৩. মূলধনি আয় -ধারা ৫৮

পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত **পরিসম্পদের অর্জন মূল্যের পার্থক্য** মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হবে 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে যা অধিক, যেখানে-

ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিহ্নিত অর্থ; এবং

খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

৬ষ্ঠ তফসিল, অংশ ১ অনুচ্ছেদ ৩৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত মূলধনী আয়:

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনী আয় মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে, যদি তা-

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পনসর, ডিরেক্টর বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত না হয়।

৭.৪ সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী বিশেষ করহার

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হলে উক্ত গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ মূলধনী আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ মূলধনী আয়ের উপর সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর করহার অনুসারে কর প্রদান করতে হবে:

(অ) যেক্ষেত্রে মূলধনী পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনী আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হারে করারোপিত হবে।

(আ) যেক্ষেত্রে মূলধনী পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনী আয়ের উপর ১৫% হারে করারোপিত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

"[১। এই আইনের অধীন "মূলধনী আয়" হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয়ের উপর] নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে, যথা:-

(ক) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট কর্তৃক অর্জিত মূলধনী আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(খ) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনী আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(গ) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনী আয় ব্যতীত, অন্যান্য মূলধনী আয়ের ক্ষেত্রে-

(অ) যেইক্ষেত্রে মূলধনী পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনী আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার;

(আ) যেইক্ষেত্রে মূলধনী পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনী আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ)।

(ঘ) দফা (ক) ও (গ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হইলে উক্ত গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ মূলধনী আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ মূলধনী আয়ের উপর এই তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর করহার অনুসারে কর প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে।

১৯ [(ঙ) ব্যবসায়িক পণ্য নহে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক, ধাতব মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতু বিক্রয় হতে প্রাপ্ত মূলধনী আয়ের পর ৫% (পাঁচ শতাংশ)।]

৭.৫. মূলধনী লাভ খাতে আয় পরিগণনা

উদাহরণ (আয়কর পরিপত্র ২০২৬-২০২৭) পৃষ্ঠা ২১

মিস 'বৃষ্টি' ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য ৫ ভরি স্বর্ণ (২২ ক্যারেট) তার মায়ের নিকট থেকে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত হন এবং তার দাখিলকৃত রিটার্নে তিনি উক্ত স্বর্ণের মূল্য প্রদর্শন করেছেন ২,৫০,০০০ টাকা। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি উক্ত স্বর্ণ ৬,৮০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। এক্ষেত্রে, করদাতা কর্তৃক মূলধনী লাভের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ কত?

সমাধান

২০২৬ সালের মে মাসে করদাতা কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ = ৬,৮০,০০০ টাকা।

আয়কর নথিতে স্বর্ণের প্রদর্শিত অর্জনমূল্য = ২,৫০,০০০ টাকা।

সুতরাং, স্বর্ণালংকার বিক্রয় বাবদ করদাতার মূলধনী মুনাফা = (৬,৮০,০০০ - ২,৫০,০০০) টাকা = ৪,৩০,০০০ টাকা।

উক্ত মুনাফার উপর প্রদেয় মূলধনী মুনাফা কর = (৪,৩০,০০০ × ৫%) = ২১,৫০০ টাকা।

৭.৪.১. উদাহরণ-২২

□ মি. রহমান ঢাকার গুলশান থানার বাসিন্দা। তিনি ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে ব্যবসা হতে ২০,০০,০০০ টাকা নিট মুনাফা প্রাপ্ত হন। উক্ত আয়ের বিপরীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে তিনি ২,৪০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করেন। মি রহমানের ক্যাপিটাল মার্কেট হতে Realized Gain রয়েছে ৫৫,০০,০০০ টাকা এবং Unrealized Gain রয়েছে ৩০,০০,০০০ টাকা। বিবেচ্য আয়বর্ষে তিনি ৫০,০০,০০০ টাকার সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন। ২৩ জুন ২০২৬ তারিখে তিনি গুলশান এলাকায় পাঁচ কাঠার একটি বাণিজ্যিক প্লট সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন যার দলিলে উল্লিখিত হস্তান্তর মূল্য ছিলো ৫ কোটি টাকা। দলিল মূল্যের বাইরে করদাতা প্লট বিক্রয় বাবদ ব্যাংক মাধ্যমে আরো ২ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ, প্লটটি বিক্রয় বাবদ করদাতা

মোট ৭ কোটি টাকা প্রাপ্ত হন যার সমর্থনে করদাতা প্লটের বায়না দলিল ও ব্যাংক বিবরণী দাখিল করেছেন।

হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে তিনি ৭৫ লাখ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন। উক্ত প্লট তিনি তার পিতার নিকট হতে ২১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে হেবামূলে প্রাপ্ত হন। হেবা দলিলে জমির মূল্য হিসেবে ২৫ লাখ টাকা উল্লেখ রয়েছে, যা তিনি পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শন করেছেন। করদাতার ২০২৬-২০২৭ করবর্ষের আয় ও কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপ

করদাতার করযোগ্য মোট আয় নিম্নরূপ:			
ক্রম	আয়ের খাত		করযোগ্য মোট আয়
১	ব্যবসা হতে নীট আয়		২০,০০,০০০
২	ক্যাপিটাল মার্কেট হতে Realized Gain (মূলধনি আয়) (৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত)	(৫৫,০০,০০০-৫০,০০,০০০)	৫,০০,০০০
৩	জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্য অনুযায়ী মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত)	(৫,০০,০০,০০০-২৫,০০,০০০)	৪,৭৫,০০,০০০
৪	জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ বাবদ অর্জিত মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায় নয়)		২,০০,০০,০০০
		মোট আয়	৭,০০,০০,০০০

নোটঃ Unrealized Gain একজন করদাতার আয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। একই সাথে, এটি সম্পদ পরিবৃদ্ধির উৎস হিসেবেও প্রদর্শনযোগ্য নয়

ক। করদায় পরিগণনা		
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০%	০
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০%	৩০,০০০

পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫ %	৬০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২০ %	১,০০,০০ ০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৫ %	১,০০,০০ ০
নিয়মিত উৎসের আয় ২০ লক্ষ টাকার উপর করদায়		২,৯০,০০ ০
Realized Gain (মূলধনি আয়) ৫,০০,০০০ এর উপর সপ্তম তফসিলের বিশেষ করহার অনুযায়ী করদায় (৫,০০,০০০*১৫%)		৭৫,০০০
জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার উপর করদায় (চূড়ান্ত করদায়)		৭১,২৫,০ ০০
জমি হস্তান্তর হতে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ বাবদ অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর সপ্তম তফসিলের বিশেষ করহার		৩০,০০,০ ০০

অনুযায়ী করদায় (২,০০,০০,০০০*১৫%) (যেহেতু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তরিত হয়েছে)			
মোট করদায়			১,০৪,৯০,০০০
খ। করদাতার কর রেয়াত নির্ধারণ)			
(অ)	$০.০৩ \times ২০,০০,০০০$	৬০,০০০	
(আ)	$০.১০ \times ৫০,০০,০০০$	৫,৫০,০০০	
(ই)	৭,৫০,০০০		
মোট রেয়াতের পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) এ তিনটির মধ্যে যেটি কম =			৬০,০০০

প্রদেয় করদায়			১,০৭,৬০,০০০
গ। অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর			
১	অগ্রিম কর	২,৪০,০০০	
২	উৎসে পরিশোধিত কর	৭৫,০০,০০০	
অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর			৭৭,৪০,০০০
রিটার্নের সাথে ১৭৩ ধারা অনুযায়ী প্রদেয় করের পরিমাণ			২৭,৫০,০০০

৭.৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় করমুক্ত।

ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৬) এর উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত "বা ইউনিট" শব্দগুলির পর "অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিটের পাশাপাশি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হতে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় করমুক্ত থাকবে।

৮. আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২-৬৫ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" খাতের অধীন পরিগণিত হবে, যথা:-

- (ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;
- (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্য কোনো প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;
- (গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা:-

(অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) কোনো আর্থিক পরিসম্পদ, পণ্য বা স্কিম;

(ঘ) লভ্যাংশ।

তবে, আর্থিক পরিসম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয় "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত হবে না।

"সিকিউরিটিজ" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগত সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ডক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায়িক পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ

আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হবে, যথা:

(ক) ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ:

(খ) কেবল 'আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়' অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ:

(গ) কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্য কোনো ব্যয়।

৯. অন্যান্য উৎস হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬-৬৯ অনুযায়ী অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

৬৬। কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হইবে, যথা:-

(ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাতিত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফায় উল্লিখিত আয় যদি করদাতার পরিচালিত ব্যবসার অংশ হিসাবে নিয়মিতভাবে অর্জিত হয়, তাহা হইলে উক্ত আয় 'ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়' হিসাবে পরিগণিত হইবে;

(খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;

(গ) খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন (mineral deposits and hydrocarbons) এবং সুনাম (goodwill) ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ, যাহা প্রাকৃতিক বা কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্ট, হস্তান্তর হইতে অর্জিত আয়;

(ঘ) যেকোনো দান, অনুদান বা উপহার, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(ঙ) জয়েন্ট ভেঞ্চার কর্তৃক অংশীদারগণের মধ্যে কর পরবর্তী মুনাফার বন্টনকৃত অর্থের পরিমাণ;

(চ) ধারা ৩০ এর দফা (ক) হইতে দফা (চ) এ বর্ণিত কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয় নাই এইরূপ কোনো উৎস হইতে আয়।

অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারা ৬৭তে উল্লেখ আছে।

উদাহরণ – ২৩

- মিজ সুফিয়া আক্তার বক্তৃতা দিয়ে উৎস কর ১০,০০০ টাকা কেটে রাখার পর ৯০,০০০ টাকার একটি চেক পেয়েছেন। তাহলে বক্তৃতা বাবদ মিজ সুফিয়া আক্তারের অন্যান্য উৎসের আয় হবে $(৯০,০০০ + ১০,০০০) = ১,০০,০০০$ টাকা। উৎসে কেটে রাখা আয়কর তার জন্য অগ্রিম কর পরিশোধ হিসেবে বিবেচিত হবে যা তিনি আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন/দাবী করতে পারবেন। মোট আয়ের উপর নিরূপিত করদায়ের বিপরীতে এরূপে পরিশোধিত অগ্রিম করের ক্রেডিট পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি করদাতার আয়ের সকল উৎসের জন্য নিরূপিত মোট আয়ের উপর করদায়ের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা হয় তাহলে করদাতাকে ১০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট $৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০$ টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১)) করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নামে যদি পৃথকভাবে আয়কর নথি না থাকে তাহলে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী তাদের আয় করদাতার আয়ের সাথে একত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় উক্ত ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন:

তবে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

১০. সারচার্জ

১০.১. স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করে উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

এখানে,

- (১) "নীট পরিসম্পদের মূল্যমান" বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং
- (২) "মোটর গাড়ি" বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

- ✓ এছাড়া, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।
- ✓ কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।
- ✓ সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ যে কোনো তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা অতিক্রম করলে তাকে নীট সম্পদের

ভিত্তিতে প্রদেয় সারচার্জ এবং তার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ-
উভয়টি পরিশোধ করতে হবে।

একজন পুরুষ করদাতার সারচার্জ কিভাবে পরিগণনা করতে হবে তা নিচের উদাহরণগুলোর মাধ্যমে দেখানো হলো:

	টাকা
(১) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৮০,০০,০০০
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(২) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৯০,০০,০০০
মোট আয়	৩,৮০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(৩) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৩,১০,০০,০০০
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(৪) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১,৩০,০০,০০০
করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
মোট আয়	
৭০০০০০	
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,০০০
(৫) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,০০,০০,০০০
করদাতার সর্বমোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি রয়েছে	
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	১,০০০
৬) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৭,৫০,০০,০০০
করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
মোট আয়	
৭,০০,০০০	
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,০০০

(৭) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১২,৫০,০০,০০০
মোট আয়	
৫,০০,০০০	
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	২,০০০

(৮) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১৫,৫০,০০,০০০
মোট আয়	৫,০০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	২,০০০

(৯) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২০,০০,০০,০০০
জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়	৫,০০,০০০
অন্যান্য সূত্রের আয়	৩,৬০,০০০
মোট আয়	৮,৬০,০০০
আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ (ক)+(খ)]	২,২৫,৫০০

(ক) জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়ের উপর (৪৫%):
২,২৫,০০০

(খ) অন্যান্য সূত্রের আয়ের উপর
(৩,৬০,০০০ - ৩,৫০,০০০) X ৫% = ৫০০

প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ:

(ক) ২,২৫,৫০০ X ২০% = ৪৫,১০০

(খ) ৫,০০,০০০ X ২.৫% = ১২,৫০০

৫৭৬০০

(১০) করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৫০,০০,০০,০০০
---	--------------

মোট আয়	৭,০০,০০০
---------	----------

আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩০% হারে):	৯,০০০

(১১) করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০
---	--------------

মোট আয়	৮০,০০,০০০
---------	-----------

আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৯,৬৫,০০০
----------------------------------	-----------

প্রদেয় স্যার্চার্জের পরিমাণ (৩৫% হারে):

৬,৬৭,৭৫০

(১২) করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান

৫৫,০০,০০,০০০

মোট আয়

২,৮০,০০০

আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ

প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩৫% হারে):

শূন্য

১০.২. স্বাভাবিক ব্যক্তির পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যার নামে একাধিক মোটর গাড়ি আছে, তার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে।

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
(১)	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
(২)	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
(৩)	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য ক্রমিক নং	৭৫,০০০
(৪)	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
(৫)	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
(৬)	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হবে সে গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১ জুলাই, ২০২৫ হতে ২০২৬-২০২৭ করবর্ষের জন্য ইলেকট্রিক গাড়ির উপর পরিবেশ সারচার্জ প্রযোজ্য হবেনা।

১০.৩. পরিবেশ সারচার্জ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর (NBR প্রকাশিত পরিপত্র ২০২৪-২০২৫)

প্রশ্ন-১: পরিবেশ সারচার্জ বাবদ কত টাকা এ-চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে?

মিজ অরুণ্য অহম একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি। তাঁর ১৫০০ সিসির একটি সেডান কার এবং ১৭৫ কিলোওয়াটের একটি টেসলা কার রয়েছে। দুটো গাড়ির জন্য-ই কি পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে? গাড়ির ফিটনেস নবায়নকালে নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পরিবেশ সারচার্জ বাবদ কত টাকা এ-চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর:

কোনো করদাতার একাধিক গাড়ি থাকলে একের অধিক যতটি গাড়ি থাকবে ততটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে। মিজ অরুণ্য অহমের দুটো গাড়ি রয়েছে। তাঁকে কেবল একটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হতে পারে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির জন্য প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, ১৫০০ সিসির একটি সেডান গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ হচ্ছে ২৫,০০০ টাকা এবং ১৭৫কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা। এ দুটি গাড়ির মধ্যে ১৭৫ কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা অধিক হওয়ায় করদাতা কর্তৃক পরিবেশ সারচার্জ হিসেবে ২,০০,০০০ টাকা প্রদেয় হবে। এ-চালানের মাধ্যমে উক্ত সারচার্জের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে এ-চালানের কপি গাড়ির ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

প্রশ্ন-২: পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা?

উত্তর: পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না।

প্রশ্ন-৩: পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে টিআইএন (Taxpayer's Identification Number) বা পিএসআর (PSR or Proof of Submission of Return) এর প্রযোজ্যতা রয়েছে কিনা?

উত্তর: না।

প্রশ্ন-৪: পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সারচার্জ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কোনো প্রকারের দায় সৃষ্টি হবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

উদাহরণ ২৩: মোটরযানের অগ্রিম কর ও পরিবেশ সারচার্জ

□ জনাব আকমল হোসেন দুইটি মোটর গাড়ির মালিক। একটি ২০০০ সিসির মোটর গাড়ি এবং অপরটি ৩০০০ সিসির মোটর গাড়ি। ২০২৫-২০২৬ আয়বর্ষে করদাতার মোট আয় ৬,০০,০০০ টাকা। উক্ত আয়বর্ষে করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান ৮,০০,০০,০০০ টাকা।

করদাতার আয়ের উপর নিয়মিত হারে প্রদেয় আয়কর	২০,০০০ টাকা
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০% হারে)	২,০০০ টাকা

২০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য অগ্রিম কর	৫০,০০০ টাকা
৩০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য অগ্রিম কর	১,২৫,০০০ টাকা

করদাতার দুইটি মোটর গাড়ি থাকায় তাকে একটি মোটর গাড়ির জন্য ৫০% অধিক হারে কর পরিশোধ করতে হবে। অতএব, ৩০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য অগ্রিম কর হবে $(১,২৫,০০০ + ৬২,৫০০) = ১,৮৭,৫০০$ টাকা।

অতএব, দুইটি মোটর গাড়ির জন্য মোট প্রযোজ্য অগ্রিম কর $(৫০,০০০ + ১,৮৭,৫০০) = ২,৩৭,৫০০$ টাকা। যেহেতু, এক্ষেত্রে পরিশোধকৃত অগ্রিম কর নিয়মিত হারে প্রদেয় করের তুলনায় অধিক, সেহেতু করদাতাকে অগ্রিম করের অতিরিক্ত কোন কর পরিশোধ করতে হবে না। তবে নিয়মিত করদায়ের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত অগ্রিম কর ফেরতযোগ্য হবে না।

আবার, করদাতার দুইটি মোটর গাড়ি থাকায় তাকে একটি মোটর গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে।

২০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য পরিবেশ সারচার্জ ৫০,০০০ টাকা ৩০০০ সিসি মোটর গাড়ির জন্য প্রযোজ্য পরিবেশ সারচার্জ ১,৫০,০০০ টাকা এক্ষেত্রে করদাতাকে ১,৫০,০০০ টাকা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে।

অতএব, করদাতার মোট প্রদেয় কর $(২,৩৭,৫০০ + ২,০০০ + ১,৫০,০০০) = ৩,৮৭,৫০০$ টাকা

১১. বিভিন্ন শ্রেণির স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার মোট আয় নিরূপণ ও কর পরিগণনা

বিভিন্ন শ্রেণির স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ কিভাবে পরিগণনা করা হবে তা আয়কর নির্দেশিকা ২০২৬-২০২৭ থেকে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

উদাহরণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মদাতার আয় এবং কর পরিগণনা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মিজ পূর্ণিমা ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে নিম্নরূপ বেতন ও ভাতা পেয়েছেন:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
(ক)	মাসিক মূল বেতন	২৯,৩০০
(খ)	২টি উৎসব বোনাস (২৯,৩০০ x ২)	৫৮,৬০০০
(গ)	চিকিৎসা ভাতা	৩০০০
(ঘ)	আপ্যায়ন ভাতা	৫০০

এছাড়া মিজ পূর্ণিমা নিম্নোক্ত সুবিধাদি, আয়, উৎসে কর কর্তন, সম্পদ ও বিনিয়োগ রয়েছে-

১. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে একটি ১৫০০ সিসি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন।
২. তার গৃহ সম্পত্তি ভাড়া হতে ১,২০,০০০ টাকা, কৃষি খাতে ৫০,০০০ টাকা, আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১,১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে।
৩. লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।
৪. ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে তার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা।
৫. তিনি ১,০০,০০০ টাকার তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।
৬. জীবন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ ৬০,০০০ টাকা দিয়েছেন।

মিজ পূর্ণিমার মোট আয় নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করতে হবে:

(ক) চাকরি হইতে আয়:

মূল বেতন (২৯,৩০০ x ১২)	৩,৫১,৬০০
উৎসব বোনাস (২৯,৩০০ x ২)	৫৮,৬০০
চিকিৎসা ভাতা (৩,০০০ x ১২)	৩৬,০০০
আপ্যায়ন ভাতা (৩০০ x ১২)	৩,৬০০
বাড়ী ভাড়া ভাতা (১০,৭২০ x ১২)	১,২৮,৬৪০

মোটরগাড়ি সুবিধা (১৫,০০০ x ১২)	১,৮০,০০০
(১৫০০ সিসি পর্যন্ত মাসিক ১৫,০০০ টাকা হারে) =	

চাকরি হইতে মোট আয় = ৭,৫৮,৮৪০

বাদ: চাকরি হইতে আয় এর ২,৫২,৮১৩
এক-তৃতীয়াংশ
বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি কম =

চাকরি হইতে আয় = ৫,০৫,৬২৭

(খ) ভাড়া হইতে আয়: ১,২০,০০০

(গ) কৃষি হইতে আয়: ৬০,০০০

(ঘ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

(অ) আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ ১,৫০,০০০

(আ) ব্যাংক সুদ আয় ১,১০,০০০

২,৬০,০০০

মোট আয় ৯,৪৫,৬২৭

করদাতার কর পরিগণনা -

কর পরিগণনা:

প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০
পরবর্তী ১,৯৫,৬২৭ টাকার উপর ১৫%	২৯,৩৪৪

☐ মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ৫৯,৩৪৪

৩) এক্ষেত্রে, ২০২৬-২০২৭ করবর্ষে নিজ পূর্ণিমার মোট করদায় হবে = ৫৯,৩৪৪ টাকা।

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পরিগণনা:

(ক) সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ ১,০০,০০০ টাকা

(খ) জীবন বিমার প্রিমিয়াম প্রদান ৬০,০০০ টাকা

মোট ১,৬০,০০০ টাকা

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট আয় ৯,৪৫,৬২৭ টাকা x ০.০৩	২৮,৩৬৯
-----	------------------------------	--------

(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ১,৬০,০০০ টাকা x ০.১০	১৬,০০০
(গ)		৭,৫০,০০০
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম	১৬,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ= ১৬,০০০ টাকা।

মোট আরোপযোগ্য কর	৫৯,৩৪৪
বাদ: কর রেয়াত	১৬,০০০
প্রদেয় কর	৪৩,৩৪৪

সারচার্জের পরিমাণ:

করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা

হওয়ায় প্রদেয় আয়করের ৩০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

সারচার্জের পরিমাণ দাঁড়ায় (৪৩,৩৪৪ টাকার ৩০%) ১৩,০০৩ টাকা।

ফলে মোট প্রদেয় কর ৫৬৩৪৭

মিজ পূর্ণিমার মোট প্রদেয় কর (৫৬৩৪৭ - ২৬,০০০) টাকা বা ৩০,৩৪৭ টাকা

উদাহরণ ১ সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় এবং কর পরিগণনা

- জনাব জাহিদ কবির বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একজন কর্মচারী। ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	২৬,০০০
উৎসব বোনাস ২টি (২৬,০০০ x ২)	৫২,০০০
চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০
শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৫০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪,৪০০

তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ৩,২০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ভবিষ্য

তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ২৯,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে জনাব জাহিদ কবির এর মোট আয় এবং করদায় নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

বেতন খাতে আয়:

মূল বেতন (৩০,০০০ × ১২ মাস)	৩,৬০,০০০
উৎসব বোনাস (২৬,০০০ × ২)	<u>৫২,০০০</u>
মোট আয়	৪,১২,০০০

জনাব করিয়ার ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আয়বছরে যে চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়েছেন তা তার জন্য প্রযোজ্য চাকরি (ব্যাংক, বিমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে এসব ভাতার জন্য তাকে আয়কর প্রদান করতে হবে না।

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
অবশিষ্ট ১২,০০০ টাকার উপর ১০%	<u>১২০০</u>
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	১২০০

বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ।

(১) ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (৩,২০০ × ১২)	৩৮,৪০০
২) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০০ × ১২)	১,৮০০
(৩) গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)	<u>১,২০০</u>
মোট বিনিয়োগ	৪১,৪০০

রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট আয় ৪,১২,০০০ টাকা × ০.০৩	১২৩৬০
-----	------------------------------	-------

(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ৪১,৪০০ টাকা $\times$ ০.১০	৪১৪০
গ)		৭,৫০,০০০
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম)	৪১৪০

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৪১৪০ টাকা।

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	১২০০
কর রেয়াত	<u>৪১৪০</u>
প্রদেয় কর	৫,০০০

যেহেতু, মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ১২০০ টাকা এবং আইনানুগ রেয়াতের পরিমাণ ৪১৪০ টাকা। এইক্ষেত্রে, করদাতা কোনো প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না। কর রেয়াতের পরিমাণ কখনোই করদায়ের বেশি হবে না। অর্থাৎ, উপরের কর পরিগণনা অনুযায়ী প্রদেয় কর ঋণাত্মক হলেও করদাতার করমুক্ত সীমার অতিরিক্ত আয় থাকায় এক্ষেত্রে করদাতার ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা আয়কর প্রদান করতে হবে।

উদাহরণ ২: একজন প্রকৌশলীর আয় ও কর পরিগণনা:

ইঞ্জিনিয়ার স্লিফ জ্যোতি আহমেদ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার পাশাপাশি নিজ নামে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি পরিচালনা করেন। ২০২৫-২৬ আয়বর্ষে চাকরি থেকে তার মোট প্রাপ্তি ছিল ১৮,০০,০০০ টাকা। তিনি উক্ত আয়বর্ষে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নকশা, সুপারভিশন ও প্রকল্প পরামর্শ সেবা দিয়ে ২৪,০০,০০০ টাকা বিল পান।

কনসালটেন্সি পরিচালনার জন্য তিনি নিম্নোক্ত ব্যয় দাবি করেছেন—

বিবরণ	(ট)
অফিস ভাড়া	২,৪০,০০০
সহকারী প্রকৌশলী ও অফিস স্টাফের বেতন	৫,৪০,০০০
সফটওয়্যার লাইসেন্স ও কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ	১,২০,০০০

সাইট পরিদর্শন ও যাতায়াত	৬০,০০০
অনলাইনে বিজ্ঞাপন	৪০,০০০
অন্যান্য ব্যয়	৪০,০০০
মোট ব্যয়	১০,৪০,০০০

এছাড়াও তার ১,৮০,০০০ টাকা ব্যাংক আমানতের সুদ রয়েছে যার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তার কনসালটেন্সি বিল থেকে ২,৪০,০০০ টাকা উৎসে কর কর্তন করেছে। এছাড়া তিনি ২০২৬-২৭ করবর্ষের জন্য ৮০,০০০ টাকা অগ্রিম কর প্রদান করেছেন। ২০২৬-২৭ করবর্ষে তার করযোগ্য আয় ও আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ—

করযোগ্য আয় পরিগণনা:

বিবরণ	(ট)	(ট)
১। চাকরি হতে করযোগ্য আয় পরিগণনা:		
চাকরি হতে মোট প্রাপ্তি	১৮,০০,০০০	
বাদ: করমুক্ত আয় [৫,০০,০০০ টাকা অথবা মোট প্রাপ্তির ১/৩ অংশ (৬,০০,০০০ টাকা) যেটি কম]	(৫,০০,০০০)	
চাকরি হতে করযোগ্য আয়		১৩,০০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট বিল-পরিচালনা ব্যয়)		১৩,৬০,০০০

(২৪,০০,০০০-১০,৪০,০০০)		
আর্থিক পরিসম্পদ হতে আয়		১,৮০,০০
মোট করযোগ্য আয়		২৮,৪০,০০০

কর পরিগণনা:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর ১৫%	৬০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর ২০%	১,০০,০০০
অবশিষ্ট ১২,৪০,০০০ টাকার উপর ২৫%	৩,১০,০০০

মোট ২৮,৪০,০০০ টাকার আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ৫,০০,০০০

	মোট আয়কর	৫,০০,০০০
	বাদ: বিল হতে উৎসে কর ২,৪০,০০০	
	ব্যংক সুদ হতে কর্তৃত কর ১৮,০০০	
	অগ্রিম প্রদত্ত কর ৮০,০০০	৩,৩৮,০০০
	১৭৩ ধারায় প্রদেয় কর	১,৬২,০০০

উদাহরণ ৩: একজন শিল্পীর আয় এবং কর পরিগণনা:

মিজু সঞ্চারী চক্রবর্তী সরকার একজন কণ্ঠশিল্পী। ময়মনসিংহ অঞ্চলে তার নিজস্ব একটি গানের দল রয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি তার দল নিয়ে গান পরিবেশনের মাধ্যমে আয় করে থাকেন। ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে তার আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ:

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে প্রাপ্তি ছিল ১৮,০০,০০০ টাকা।

তার নিজস্ব দলে ৩ জন সহশিল্পী, ৩ জন যন্ত্রশিল্পী, ২ জন তবলচী রয়েছে। তাদেরকে বেতন বাবদ প্রদান করা হয়েছিল।

বেতন খরচ:

৩ জন সহশিল্পী : ৩ × ১২,০০০ × ১২ মাস ----- ৪,৩২,০০০
 ৩ জন যন্ত্রশিল্পী : ৩ × ১০,০০০ × ১২ মাস ----- ৩,৬০,০০০
 ২ জন তবলচী : ২৪ ৮,০০০ × ১২ মাস ----- ১,৯২,০০০

শিল্পীদের ড্রেস ও যাতায়াত বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ৯,০০০ টাকা।

২০২৬-২০২৭ করবর্ষে মিজ সঞ্চারী চক্রবর্তীর মোট আয় ও প্রদেয় আয়কর হবে নিম্নরূপ:

বিবরণ			
সংগীত পরিবেশন হতে গ্রস প্রাপ্তি-			১৮,০০,০০০
বাদ: ব্যয়সমূহ (যাচাইযোগ্য প্রমাণাদি দাখিল সাপেক্ষে)			
বেতন বাবদ			
সহশিল্পী	৪,৩২,০০০		
যন্ত্রশিল্পী	৩,৬০,০০০		
তবলচী	১,৯২,০০০		
মোট		৯,৮৪,০০০	
২) ড্রেস ও যাতায়াত		২৪,০০০	
মোট ব্যয়			(১০,০৮,০০০)
মোট আয়			৭,৯২,০০০

কর পরিগণনা:

প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০
অবশিষ্ট ৪২,০০০ টাকার উপর ১৫%	৬,০০০
<hr/>	
মোট প্রদেয় কর	৩৬,০০০

উদাহরণ ৪: একজন চিকিৎসকের আয় এবং কর পরিগণনা:

জনাব মেহেদী হাসান একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। তিনি ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে হাসপাতাল থেকে নিম্নরূপ বেতন ভাতা পেয়েছেন:

বেতন খাত:

মূল বেতন (৬০,০০০ x ১২) ৭,২০,০০০

বাড়ী ভাড়া ভাতা ৩,৫০,০০০

চিকিৎসা ভাতা (৩,০০০ x ১২) ৩৬,০০০

উৎসব ভাতা ১,২০,০০০

(দু'টি মূল বেতনের সমপরিমাণ)

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে উক্ত আয়বর্ষে তিনি মাসে ৭,০০০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তার নিয়োগকর্তাও সমপরিমাণ চাঁদা জমা দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি ১০,০০০ টাকা মোবাইল খরচ হিসেবে পেয়েছেন।

জনাব মেহেদী প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে থাকেন। তিনি প্রতিদিন গড়ে ১২ জন নতুন রোগী ও ৩০ জন পুরাতন রোগী দেখেন। নতুন রোগীর ফি ১,০০০ টাকা ও পুরাতন রোগীর ফি ৫০০ টাকা। তিনি বছরে ৩০০ দিন রোগী দেখেন। তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে প্রাপ্তির উপর ২৭,০০,০০০ টাকা খরচ প্রদর্শন করেছেন।

জনাব মেহেদী উক্ত আয়বর্ষে একটি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কিমের মাধ্যমে মাসিক ১৫,০০০ টাকা ডিপিএস হিসেবে জমা প্রদান করেছেন। তিনি একটি ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে মিউচুয়াল ফান্ড ক্রয়ে ১৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া, তিনি ৮,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন। ২০২৬-২৭ করবর্ষে জনাব মেহেদীর মোট আয় ও আয়কর পরিগণনা নিচে দেখানো হলো:

বিবরণ

বার্ষিক মূল বেতন	৭,২০,০০০
উৎসব ভাতা	১,২০,০০০
বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩,৫০,০০০
চিকিৎসা ভাতা	৩৬,০০০
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার চাঁদা (৭,০০০ × ১২ মাস)	৮৪,০০০
মোবাইল খরচ বাবদ প্রাপ্তি	১০,০০০
বেতন হতে মোট প্রাপ্তি	১৩,২০,০০০
বাদ: চাকরি হতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি কম ৮,৮০,০০০	
বেতন খাতে করযোগ্য আয়	৮,৮০,০০০

পেশা হতে আয়:

নতুন রোগী (১২*১০০০*৩০০)	৩৬,০০,০০০		
পুরাতন রোগী (৩০*৫০০*৩০০০)	৪৫,০০,০০০		
মোট প্রাপ্তি	৮১,০০,০০০		

বাদ: প্রদর্শিত খরচ	২৭,০০,০০০	
ব্যবসা হতে নীট আয়		৫৪,০০,০০০
মোট করযোগ্য আয়		৬২,৮০,০০০

কর পরিগণনা:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর ১৫%	৬০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর ২০%	১,০০,০০০
পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকার উপর ২৫%	৫,০০,০০০
অবশিষ্ট ২৬,৮০,০০০ টাকার উপর ৩০%	৮,০৪,০০০

মোট ৬২,৮০,০০০ টাকার আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ১৪,৯৪,০০০

রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ	
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার চাঁদা (৭,০০০ × ১২ × ২)	১,৬৮,০০০
ডিপিএস-এ বার্ষিক জমা (১৫,০০০ × ১২) = ১,৮০,০০০ টাকা, কিন্তু বিনিয়োগের অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০ টাকা	১,২০,০০০
সঞ্চয়পত্র ক্রয়= ৮,০০,০০০ টাকা রেয়াতের জন্য বিনিয়োগের অনুমোদনযোগ্য সীমা ৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ	১৫,০০,০০০
মোট রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ	২২,৮৮,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ:

রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট আয় ৬২,৮০,০০০ টাকা $\times$ ০.০৩	১,৮৮,৪০০
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ২২,৮৮,০০০ টাকা $\times$ ০.০১০	২,২৮,৮০০
গ)		৭,৫০,০০০
	কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ((ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম)	১,৮৮,৪০০

মোট প্রদেয় করের পরিমাণ $(১৪,৯৪,০০০ - ১,৮৮,৪০০) = ১৩,০৫,৬০০$ টাকা।

পরিশিষ্ট

প্রথম তফসিল

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন

[ধারা ২৪ দ্রষ্টব্য]

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন। - (১) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত রিটার্ন বৈধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি-

(ক) উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের পূর্বে-

(অ) এইরূপ আয়সহ মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করেন; এবং

(আ) অপ্রদর্শিত আয়ের সমানুপাতিক করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা পরিশোধ করেন;

(খ) ধারা ১৭১ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয়; এবং

(গ) রিটার্নের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়-

(অ) ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম;

(আ) ঘোষিত আয়ের খাত ও পরিমাণ; এবং

(ই) ঘোষিত আয়ের উপর পরিশোধিত কর ও জরিমানা।

(২) ধারা ২৪ ও এই তফসিলের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি-

(ক) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করিবার বা কোনো আয় বা তাহার

অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(খ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২০০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যাংক কোম্পানির উপর কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(গ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয়-

(অ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ভূত না হয়; বা

(আ) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ধৃত হয়; বা

(ঙ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয় সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(৩) ধারা ২৪ ও এই তফসিলের অধীন প্রদর্শিত আয় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসহ যেকোনো উৎপাদনমূলক কার্যক্রম বা খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে, যথা:-

(ক) শিল্পোদ্যোগ ও তাহার সম্প্রসারণ;

(খ) বিদ্যমান কোনো শিল্প-কারখানার প্রমিতকরণ, আধুনিকীকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ;

(গ) ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমি;

(ঘ) বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ; বা

(ঙ) পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পোদ্যোগ।]

ষষ্ঠ তফসিল

কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬, ৭৭ ও ৭৮]

অংশ ১

মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ

ষষ্ঠ তফসিল কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট [ধারা ৭৬০, ৭৭ ও ৭৮]]

অংশ ১ মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ

নিম্নবর্ণিত আয় মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ যাইবে, যথা:-

(১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তির অধীন আয়কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো আন্ত-সরকারি সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ইহার কোনো কর্মচারীর আয়;

(২) নিম্নবর্ণিত যেকোনো আয়-

(ক)কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, এনভয়, মিনিস্টার, চার্জ দ্য এ্যাক্ফেয়ার্স, কমিশনার, কাউন্সিলর, কনসল দ্য কেরিয়ার, সেক্রেটারি, দূতাবাসের উপদেষ্টা বা এটাচি, হাই কমিশন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের লিগেশন বা কমিশন কর্তৃক তাহাদের এইরূপ যোগ্যতায় চাকরি সূত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হইতে প্রাপ্ত পারিতোষিক;

(খ)বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি রাষ্ট্রের ড্রেড কমিশনার বা অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি উক্ত পদে অবৈতনিক দায়িত্ব পালনকারী নহেন এইরূপ বেতন বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে এইরূপ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমমর্যাদার উক্তরূপ কর্মকর্তা একই ধরনের অব্যাহতি ভোগ করিয়া থাকেন;

(গ) দফা (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত কোনো কর্মচারীর কোনো অফিস স্টাফের সদস্য কর্তৃক বেতন হিসাবে গৃহীত আয়, যখন উক্ত সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক না হন এবং তাহার প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হন বা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক হন এবং উক্ত অফিস স্টাফের সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বা পেশা বা চাকরিতে নিযুক্ত না থাকেন, এবং উক্তরূপ প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রে কর্মরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম মর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমপ্রকৃতির অব্যাহতির বিধান কার্যকর থাকে,

৩) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান এবং যেকোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক;

(৪) সরকারি পেনশন তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;

(৫) সরকারি আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;

(৬) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল-

(ক) কর্তৃক কর্মচারী বা নিয়োগকর্তা হইতে গৃহীত কোনো চাঁদা; এবং

(খ) হইতে উহাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যাহা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অর্থ অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করিবে না;

(৭) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ধৃত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়;

(৮) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বৈচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্পন অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(৯) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আঞ্চরিক মূল্য/ক্রয় মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়;

(১০) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত নিম্নবর্ণিত সত্তাসমূহ কর্তৃক অর্জিত যেকোনো আয়, যথা:

(ক) মিউচুয়াল ফান্ড (Mutual Fund);

(খ) বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল (Alternative Investment Fund);

(গ) রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (Real Estate Investment Trust);

(ঘ) একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (Exchange Traded Fund);

(১১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত, সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, যদি উক্ত আয়-

(ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বাংলাদেশে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা

(খ) কোনো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এইরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পুঞ্জীভূত করা হয় বা চূড়ান্তভাবে পৃথক করিয়া রাখা হয়, এবং-

(অ) এইরূপ আয় কী কারণে এবং কত সময়ের জন্য পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা উপকর কমিশনারকে অবহিত করা হয়;

(আ) উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসরের অধিক না হয়;

(ই) এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের

যেকোনো হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একাল্ল শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।

"[(১২) যেকোনো দান বা অনুদান যদি উহা

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়;]

[(১৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হইতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ:

(ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্তরূপ সার্ভিস চার্জ কেবল মাইক্রোক্রেডিট হিসাবে আবর্তিত হইতে হইবে; এবং

[(খ) মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ অর্জনে ব্যবহৃত না হয়;

(গ) মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায় পুঁজি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়;]

(ঘ) কোনো করবর্ষে যতটুকু অনাবর্তিত হইবে কেবল ততটুকুই করযোগ্য হইবে;

ব্যাখ্যা। এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "সার্ভিস চার্জ" অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা প্রদেয় যেকোনো আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেনো;]

কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি-(১৪)

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

"[(১৫) ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যাহার উপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবিল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হইয়াছে;]

(১৬) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যাহার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত;

(১৭) বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যাহা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করিয়াছেন;

(১৮) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে গৃহীত কোনো আয়;

(১৯) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় যাহা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত)। হইতে উদ্ভূত হইয়াছে;

**[(২০) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয় যদি উক্ত ব্যক্তির কৃষি হইতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় না থাকে;]

**[(২০ক) কোনো ব্যক্তির হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী, পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন, চিংড়ি ও মাছের পেলেটেড ফিড উৎপাদন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, বীজ বিপণন, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার ইত্যাদি খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা;]

২১) ১ জুলাই, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হইতে উদ্ভূত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয়, যথা:-

(ক) এআই বেজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);

(খ) ব্লকচেইন বেজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);

(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);

(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);

(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);

- (ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);
- (জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);
- (ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);
- (ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);
- (ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);
- (ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);
- (ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);
- (ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);
- (ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);
- (ত) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);
- (থ) ফ্রি ল্যান্সিং (freelancing) ও কন্টেন্ট ক্রিয়েশন (Content Creation);
- (দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);
- (ন) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving);

-[তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যবসায়ের সকল আয় শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে;]

(২৩) বাংলাদেশ সরকারের সহিত প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীন বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য অনুসন্ধান নিয়োজিত কোনো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানকারী কোম্পানির পক্ষে সরকার কর্তৃক কর হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ;

*(২৪) যেকোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হইতে উদ্ধৃত আয়, যাহার-

(ক) শিল্পটি নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মালিকানাধীন হইলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, উহা ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা হিসাবে এসএমই ফাউন্ডেশনে নিবন্ধিত হইতে হবে।"]

। (২৫) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;

৬১ ব্যাখ্যা। - এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জিরো কুপন বন্ড বলিতে জিরো কুপন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটকেও বুঝাইবে;]

(২৬

) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত এইরূপ কোনো আয় যাহা "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত নহে এবং যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন করে-

(ক) সরকারের এমপিওভুক্ত (মাসিক পে অর্ডার এর জন্য তালিকাভুক্ত) হয়;

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করে;

(গ) সরকারের বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত কোনো পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়;

(২৭) "চাকরি হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা [৫ (পাঁচ) লক্ষ] টাকা যাহা কম;

৬৯ [(২৮) কোনো তহবিল, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা পৃথক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয় বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) কর্তৃক আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয়;]

(২৯) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হইতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা;

(৩০) ১০ [বাংলাদেশ সরকার অথবা বিদেশী কোনো] সরকার হইতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;

[(৩০ক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত নোবেল, রামোন ম্যাগসেসে, বুকায়, পুলিৎজার, সাইমন বলিভার, একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, গ্রামি, এমি, গোল্ডেন গ্লোব, কান চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কার;]

(৩১) কোনো বৃত্তান্ত পরিচালনা হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়;

(৩২) কোনো কোম্পানির অনুকূলে বণ্টিত কর পরিশোধিত লভ্যাংশ, যদি উক্ত লভ্যাংশ বিতরণকারী কোম্পানি উক্ত কর পরিশোধিত লভ্যাংশের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করে;

(৩৩) ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে আনীত হইলে অনুরূপ আয়;

১২ [(৩৪) জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হইতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয়;]

"[(৩৪ক) জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয়;]

(৩৫) স্বামী-স্ত্রী, [আপন ভাই বা বোন,] মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হইতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি উহা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেইক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

(৩৬) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয়, যাহা-

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট [অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট] হস্তান্তর হইতে অর্জিত হইয়াছে; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পনসর, ডিরেক্টর বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হইতে অর্জিত নহে [:]

"[(৩৭) গোষ্ঠী বিমা পলিসি হইতে কর্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ বা সুবিধা, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন।]

অংশ ৩

সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়

১। প্রয়োগ।-এই অংশ কোনো নিবাসী স্বাভাবিক [ব্যক্তি] করদাতা, এবং অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক [ব্যক্তি] করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য এইরূপ অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়।-নিম্নবর্ণিত বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(১) করদাতা কর্তৃক তাহার নিজের জন্য অথবা তাহার স্বামী বা স্ত্রী অথবা তাহার কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য জীবন বিমা বা চুক্তিভিত্তিক "deferred annuity" পরিচালনা করিবার জন্য পরিশোধিত কোনো অর্থ, তবে বিমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত উক্ত অর্থ হইবে বিমার প্রকৃত অর্থের (বোনাস বা অন্যান্য সুবিধা ব্যতীত) ১০% (দশ শতাংশ);

(২) হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক উক্ত পরিবারের যেকোনো পুরুষ সদস্যের বা এইরূপ সদস্যের স্ত্রীর জীবন বিমার উদ্দেশ্যে পরিশোধকৃত অর্থ;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম অথবা, চুক্তিভিত্তিক "deferred annuity" এর জন্য পরিশোধিত অর্থ বাংলাদেশে পরিশোধ না করা হইলে, এই অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদনযোগ্য হইবে না;

(৩) কোনো ব্যক্তিশেষের প্রতি সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বেতনাদি বাবদ পরিশোধযোগ্য যেকোনো পরিমাণের অর্থ হইতে চাকরির শর্তাবলি অনুসারে উক্ত ব্যক্তির জন্য স্থগিত বার্ষিক বৃত্তি বাবদ অথবা তাহার স্ত্রী বা সন্তানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্তনকৃত অর্থ;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অর্থ প্রাপ্য বেতনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না;

(৪) Provident Fund Act, 1925 (Act No. 19 of 1925) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যেকোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা বাবদ প্রদেয় অর্থ;

(৫) দ্বিতীয় তফসিলের অংশ ৩ এ বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, কোনো [স্বীকৃত] ভবিষ্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে করদাতা [এবং] তাহার নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ যাহা চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে;

(৬) অনুমোদিত কোনো বার্ষিক্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে তৎকর্তৃক বার্ষিক সাধারণ চাঁদা হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থ,

(৭) কোনো আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত কোনো অর্থ, যথা:-

(ক) অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার কোনো সরকারি সিকিউরিটিজ;

(খ) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বা সম্পদ ব্যবস্থাপক বা ফান্ড ম্যানেজার কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউনিট সার্টিফিকেট এবং মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ বা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে [নতুন বিনিয়োগ];

(গ) কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পন্সরকৃত ডিপোজিট পেনশন স্কিমে বা মাসিক সঞ্চয় স্কিমে জমাদানকৃত অনধিক ১ (এক) লক্ষ ২০ (বিশ) হাজার টাকা;

"[:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) ও (খ) এর আওতায় বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পূর্ণ মেয়াদকাল বিবেচিত হইবে, ইহার পূর্বে উক্ত বিনিয়োগ নগদায়ন করিলে নগদায়ন সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসরে

গৃহীত রেয়াতের অংশ অতিরিক্ত কর হিসাবে পরিশোধযোগ্য হইবে।]

(৮) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ৮ [নতুন] অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের অধীন পরিচালিত কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ

(৯) করদাতা কর্তৃক কোনো দাতব্য হাসপাতালকে প্রদত্ত কোনো দান, যাহা এইরূপ অর্থ পরিশোধের ১ (এক) বৎসর পূর্বে সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত এলাকায় স্থাপন করা হইয়াছে এবং বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হইয়াছে;

(১০) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের কল্যাণে স্থাপিত কোনো সংগঠনকে করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ, যদি এইরূপ সংগঠন উক্ত দানের এক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়;

(১১) করদাতা কর্তৃক যাকাত হিসাবে জাকাত তহবিলে অথবা চাঁদা বা দান হিসাবে যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫ নং আইন) দ্বারা বা ইহার অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো দাতব্য তহবিলে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(১২) স্ত্রী, সন্তান বা নির্ভরশীল অন্য কারো সুবিধা প্রতিবিধানার্থ কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ অথবা যৌথ বিমা স্কিমের অধীন কোনো প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধিত অর্থ যদি এইরূপ তহবিল অথবা স্কিম বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়;

(১৩) ৮৮ (বোর্ড) কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত অর্থ;

(১৪) স্বাধীনতা যুদ্ধ স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণের অর্থ;

(১৫) জাতির পিতার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণের অর্থ;

সপ্তম তফসিল

বিশেষ করহার

[ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য।

"[১। এই আইনের অধীন "মূলধনি আয়" হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয়ের উপর] নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে, যথা:-

(ক) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(খ) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(গ) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয় ব্যতীত, অন্যান্য মূলধনি আয়ের ক্ষেত্রে-

(অ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার;

(আ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ)।

(ঘ) দফা (ক) ও (গ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হইলে উক্ত গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ মূলধনী আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ মূলধনী আয়ের উপর এই তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর করহার অনুসারে কর প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে।

১৯ [(ঙ) ব্যবসায়িক পণ্য নহে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক, ধাতব মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতু বিক্রয় হতে প্রাপ্ত মূলধনী আয়ের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ)।]

১০ [২। ধারা ২ এর দফা (৮১) এ সংজ্ঞায়িত "লভ্যাংশ" হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে, যথা:-

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক অর্জিত লভ্যাংশের উপর ২০% (বিশ শতাংশ)]

৩। লটারি, শব্দজট, কার্ড গেম, অনলাইন গেম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ প্রাপ্তির উপর ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) হারে করারোপিত হইবে।